



## ପ୍ରକାଳିତାଥ୍

ଇନିଆନ୍‌ଟିମ୍‌ବୁଲ୍ମ ଓ ଫଲଫ୍ଯାର ଏମ୍‌ସିରିଜ୍‌ଜୀ (ଉଷା)



“এবঙ্গ” কে শুভেচ্ছা

## কম্বাইও মটরস (প্রাঃ) লিঃ

নতুন, পুরাতন, ও বি-কণিশান বাস, ট্রাক, জীপ, মাইক্রোবাস  
সব ধরনের গাড়ী বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান  
২০৪, বেগম রোকেয়া সরণী, সেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা।

## কম্বাইও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযোক্তস (প্রাঃ) লিঃ

বাস, ট্রাক ও মিনিবাসের বডি প্রস্তুত কারক  
২২০, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা।

হাউজিং এ বিশ্বস্ত একটি নাম

## কম্বাইও রিয়াল এষ্টেট (প্রাঃ) লিঃ

২০৪, বেগম রোকেয়া সরণী, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা।

## মালেক ট্রেডিং এজেন্সী

আমদানী, রপ্তানী বাণিজ্য পারদশী

২০৪, বেগম রোকেয়া সরণী, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা।

ফোন্স : ৮০১৩৪১, ৮০৭৪১৭

# সুচীপত্র

# সম্পাদকীয়

## শুভস্থা

- স্বত্ত্ব কাব্য
- অর্থম বাঙালী স্বসলভান  
গ্যাজুয়েট ও মুক্ত বৃক্ষিক চৰ্চা
- অকৃতির বৈচিত্ৰ
- উষ্টু
- বাধীবহুর গোষ্ঠী স্টেম
- আমলাভূত দিয়ে কিছু কথা
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি
- অতি ধৰ্মত হড়া
- অর্থ মতিক উন্নয়ন ও বাংলাদেশ
- লক্ষী সোসাই ডিগবাজী
- সুস্থাগাছার কড়চা
- উষা পরিবার
- উষাৰ উদ্দেশ্য –

“বিদ্যাকে যদি হীরার সঙ্গে তুলনা কৰা হ'ল  
তা’হলে তাহাতে যে হ্যাতি হড়িয়ে পড়বে  
সেই হবে তাৰ সংকুতি।”

— “বৰীগ্ৰনাথ ঠাকুৱা”

সাহিত্যের বিকাশ সাধনায় প্রতীক্ষায়,  
এ প্রতিক্ষা, অসীম ও অনন্ত।  
সাগৰ তলে ঝুড়ি কৃড়াবায় অয়াস ঘোবনেৱ,  
সোলনা থেকে কৰৱ পৰ্যন্ত।  
খেত কপোতেৰ ডানায় ভৱ কৰে,  
মাউণ্ড এভারেষ্টেৰ চূড়ায় চড়ে,  
সাহিত্যেৰ বিজয় কেতন উড়াবায় ইচ্ছা।  
ইচ্ছা সাহিত্য সৃষ্টিৰ,  
উপ্রকৃত ব্রহ্মনশীলতাৰ।  
সাহিত্যেৰ দ্বাৰা,  
উগ্রকৃত কৰাৰ।  
“এবঙ্গ” অকাশনাটি ছোট প্ৰৱাস।  
তাই এ ছোট প্ৰৱাস কে যাবা মেধা ও অনন,  
ধাৰন ও চৰ্চা কৰে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানেৰ পশৰা  
দদতে চেৱেছেন সেই অমিত সন্তাৱ থেকে খুব  
সামান্যই বৱেছে এ প্ৰকাশনাটিতে। তবুও  
জোড় কৱেই ধৰিবো, তাৰ শৰ্ষাচাৰেৰ মহেৰ  
আয় অপূৰ্ণতা প্ৰয়োজন ও আৱাঞ্চাৰ তুলনায়  
অপৃত্ত ও পিছিৱে থাকা, বাষিকীটি প্ৰকাশেৰ  
প্ৰৱোজনীয়তাটুকু ছিল অনন্ধীকাৰ্য।  
“এবঙ্গ” এৰ সম্পাদনা পৰিষদ সহ “ইউনিভাৰ্সিটি ট্ৰাফেটস্ ওয়েলফেরোৱাৰ এসোসিয়েশন  
( উষা )”-ৰ সকল সদস্য / সদস্যা যাবা অসীম  
মনীষা দিয়ে সফল কৰে তুলেছেন এবং বাষিকীটি  
প্ৰকাশ কৰতে যাবা বিজ্ঞাপন, দিয়ে সহযোগিতা  
কৰেছেন তাদেৱ কাহে আৱৰা ধৰী। প্ৰেস  
কৰ্তৃপক্ষ ও কৰ্মচাৰীবলৰ অগ্ৰজ পৰিশ্ৰবেৰ  
জন্য আমৰা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদক  
“এৰষ্ট”

ত্ৰীদেৱ  
কৃষ্ণাৰ  
‘এবঙ্গ’  
খুবই  
শ্ৰোত  
এ হাপন  
জামাই  
ঐ অয়াস  
গাজে  
নাম  
ধ্যেক্ষ  
লেজ,  
ঐ

# ‘ପ୍ରସ୍ତୁତ’

ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ୧୨ ସଂ

ପ୍ରକାଶ କାଳ :

୧ଲା ବୈଶାଖ ୧୩୯୯ ବାଂଗା, ୧୫ଇ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୧୨ ଇଂରେଜୀ

ସମ୍ପାଦନୀୟ :

ପରିଚ୍ଛି କୁମାର ଦାସ

ଆବଦୁସ ସୋବାହାନ ହୀରା

ପ୍ରକାଶମାର :

ଇଉନିଭାସିଟି ଫ୍ଲୁଡେଣ୍ଟ୍ସ୍ ଓ ରେଲଫେର୍ଲାର ଏମୋସିରେଶନ ( ଉତ୍ତା )

ମୁକ୍ତାଗାଛା, ମରମନସିଂହ ।

ଅଛଦ :

ଆବଦୁସ ସୋବାହାନ ହୀରା

ମୁଦ୍ରଣ :

ମୁକ୍ତା ପ୍ରେସ,

ମୁକ୍ତାଗାଛା, ମରମନସିଂହ ।

ସମ୍ପାଦନା ପରିଷଦ :

ଆଜହାରଳ ହକ ତପନ

ପ୍ରଦୀପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ତାପମ କୁମାର ସାହା

ସହ୍ୟୋଗିତାୟ :

କୁବେଳ, ଫରହାଦ, ମୁଜନ, ମୁକିମ, ପଲାଶ, ବିଶ୍ୱ, ଶିଶିର

# বাণী

আমিন্দা-ন অতিশয় আনন্দিত হয়েছি  
মুক্তাগাছাস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নস্থলত ছাত্র-ছাত্রী  
ভাই বোমের। “ইউনিভার্সিটি টুডেন্স ওয়েল  
ফেরেন্স এসোসিয়েশন” (উষা) এর পক্ষ থেকে  
‘এথঙ’ নামে একটি সার্বিকী প্রকাশ করতে  
যাচ্ছে।

আমি আশা করবো ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের  
পুরুষের পুরুষের কল্যাণ সাধন করার উৎসাহ  
ও উদ্দীপনা অব্যাহত রাখবে এবং কর্মজীবনে  
নৈতিক মূল্যবোধ, মানবতাবোধ এবং সাম্যতা-  
বোধের সমব্যক্ত উচ্চল মানবিক হিসাবে নিজে-  
দেরকে পড়ে তোলার প্রয়াস চাশাবে।

আমি এই সংগঠনের সকল পর্ণন-মূলক  
ক্ষেত্রতার সার্বিক সকলতা কাঞ্চন। করি।

ধ্যেয়ান।

আলহাজ  
কেরান্ত আলী তালুকদার  
জাতীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ।

# বাণী

মুক্তাগাছাস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের  
সংগঠন ‘ইউনিভার্সিটি টুডেন্স ওয়েলফের  
এসোসিয়েশন’ (উষা) এর প্রথম বাৰ্ষিকী ‘এথঙ’,  
প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যেনে আমি খুবই  
আনন্দিত।

মানবিক মূল্যবোধকে অবক্ষেপ ক্ষেত্ৰ  
থেকে উজ্জ্বল কৰে সত্য, স্মৃতিৰ বেদী মুলে হাপন  
কৰার প্রচেষ্টারত ‘উষা’র সদস্যদের জানাই  
আন্তর্বিক শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ। তাদের এ অয়াস  
উত্তৰমুক্তীদের অমুগ্ধানিত কৰবে।

আমি এ সংগঠনের সার্বিক  
সকলতা কাঞ্চন। করি।

ধ্যেয়ান।

এ, কে, এম শামসুল ইসলাম

অধ্যক্ষ,  
শহীদস্মৃতি সম্পর্কী কলেজ,  
মুক্তাগাছা, অবসন্নিংহ।

## বাপী

ি ইবিদালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে মুক্তাগাছার  
বুকে “ইউনিভার্সিটি ট্রান্সলেটস্ ওয়েবফেয়ার  
এসোসিয়েশন” নামে একটি অর্জাজনৈতিক সং-  
গঠন গড়ে উঠেছে জেনে আমি আনন্দিত।  
এসোসিয়েশনের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের  
সহবেত প্রচেষ্টার ফসল ভোগ করবে মুক্তাগাছার  
সরকার ছাত্র-ছাত্রীরা। সংকৃতির সাধনা ও বিকা-  
শের ক্ষেত্রে এবং অঙ্গী ভূমিকা রাখবে এ আশা।  
মুক্তাগাছাবাসী করে।

আমি তাদের প্রথম প্রকাশনা ‘এবঙ্গ’ এর  
সাফল্য কামনা করি। এবং এর সাথে যুক্ত  
সকলকে এয়ম একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করার  
জন্য সাধুবাদ জানাই।

ধন্যবাদান্তে  
গোলাম হোসেন  
বিশিষ্ট শিল্পপতি, মুক্তাগাছা।

“ইউনিভার্সিটি ট্রান্সলেটস্ ওয়েবফেয়ার  
এসোসিয়েশন” এর সদস্য/সদস্যাগণ মুক্তাগাছ  
উপজেলার সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সাবিক মঙ্গল  
ও উন্নতির বিষয়ে সচেষ্ট আছে এবং তারা  
‘এবঙ্গ’ নামে একটি বার্ষিকী বের করতে আছে  
তা জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। শিক্ষিত  
ছাত্র সমাজ মিজুদের এবং অন্য ছাত্রদের  
কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ করবে ইহাই দেশবাসীর  
প্রত্যাশা। আমি বিশ্বাস করি দেশের তরুণ  
ছাত্র সমাজ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সবচেয়ে  
বেশী অবদান রাখতে পারে।

আমি তাদের এ প্রয়াসকে স্বাগত জানাই।

ধন্যবাদান্তে  
নজরুল ইসলাম  
সত্তাপত্তি,  
মুক্তাগাছা উপজেলা কল্যাণ সমিতি  
ঢাকা।

## মুক্তাগাছি শুভেচ্ছা ১৯৭৪

ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল  
এবং পি.আর.সি. চাত্র-ছাত্রী-  
দেশ সমবর্যে পত্ৰিঃ “ইউনি-  
ভার্সিটি টুডেট্স ওয়েলফেয়ার  
এসোসিয়েশন” হাজারো  
প্রতিকুলতাৱ মাঝো তাদেৱ  
প্ৰথম প্ৰকাশনা “এবঙ্গ” বেৱ  
কৱতে থাচ্ছে। একজন ছাত্র  
বা ছাত্রীৰ জীৱনকে পৰিপূৰ্ণ  
কৃপে গড়ে তোলাৰ জন্য চাই  
শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি  
চৰ্চ। আধিক অন্টনে  
থেকেও মুক্তা ও প্ৰকাশনাৰ  
অনুহনীয় বাবু আধাৰ নিয়ে  
বে সকল সদস্যবৃন্দ এই  
অসাধাৰকে সাধন কৱতে  
থাচ্ছে তাদেৱকে আমি আমাৰ  
হাবেৰ পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা  
প্ৰকাশ কৰছি।

বাদেৱ প্ৰত্যক্ষ ও পৰোক্ষ  
পঞ্চোষণতাৰ এই বাবিকী  
প্ৰকাশিত হতে থাচ্ছে তাদেৱ  
সকলকে জাণাই আমাৰ  
অভিনন্দন ও উভেচ্ছ।।

**মাটিবুৰুৱ রঞ্জনী**

সভাপতি

ইউনিভার্সিটি টুডেট্স  
ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন

## সম্পাদকেৱ বিপোত

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা  
হচ্ছে মুক্তাগাছা। এই ঐতিহ্যকে ধাৰন কৱে মুক্তাগাছা উপজেলাৰ  
সকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেডিকেল কলেজ ও বি, আই, চিতে অধ্যয়ন-  
কৃত সকল ছাত্র-ছাত্রীদেৱকে নিয়ে ১৯১১ সনৰে ২৭শে আগষ্ট  
থেকে “ইউনিভার্সিটি টুডেট্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন”  
( সংক্ষেপে উৰা ) তাৰ বাবা কৰেছে।

“ইউনিভার্সিটি টুডেট্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন” প্ৰতি-  
ষ্ঠাৱ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰে অধ্যয়নকৃত ছাত্র  
ছাত্রীদেৱ মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহাগ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন বিশ্ব-  
বিদ্যালয় গুলোতে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভৱি হতে সহ-  
যোগিতা কৰা। এৱ অন্য এই সংগঠনৰ কৰকক্ষলো কৰ্মপদ্ধা  
নিৰ্বাচিত কৱেছে। সেগুলো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ভৱি  
ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদেৱ কোচিং এৱ ব্যবস্থা, ভৱি সংক্ৰান্ত বিভিন্ন  
জ্ঞানাদি ছাত্র-ছাত্রীদেৱকে অবগত কৰা, ভৱি পৱৰীকাৰ সমৰ বিভিন্ন  
ভাৱে সহযোগিতা কৰা। বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰা, সাময়িকী প্ৰকাশ  
কৱে তাৰ মাধ্যমে সংগঠনেৰ সদস্য-সম্ভাদেৱ স্মজনশীল প্ৰতিভাৱ  
বিকাশে সহযোগিতা কৰা, বিভিন্ন বনীৰ্যীদেৱ জন্ম ও ঘৃত্য দিবস  
পালন কৰা, জাতীয় ও আন্তৰ্জাতিক ভাৱে স্বীকৃতি বিভিন্ন দিবসেৰ  
তাৎপৰ্য তুলে ধৰে আলোচনা, শেষিনাৰ ও মিস্পেজিলামেৰ  
আয়োজন কৰা। আমাদেৱ বৰ্তমান অৰ্কিস কৰাটি পাদলিক হলে  
অবৰ্হিত। পাদলিক হল খিলাফলা একাডেমীৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন।  
শিল্পকলা। একাডেমী আমাদেৱ মামে এই কৰ্মটি বৰাদ কৱেছেন।

আমৰা আমাদেৱ এই প্ৰথম বাৰিকী প্ৰকাশ কৱতে থাচ্ছি।  
মুল অৰ্থ ঘোগান সত্ত্বেও সংগঠনেৰ সাৰ্বিক কৰকাণ পৰিচালনাৰ  
ক্ষেত্ৰে সভাপতি, সম্পাদক মণ্ডলী ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ বে সহ-  
যোগিতা কৱেছেন বে জন্য তাদেৱকে আন্তৰিক উভেচ্ছ।।

আগামী দিনে “ইউনিভার্সিটি টুডেট্স ওয়েলফেয়ার  
এসোসিয়েশন” মুক্তাগাছাৰ ঐতিহ্যকে সমূহত রাখতে সকল অচেষ্টা  
নিয়ে এগিয়ে বাবে, এই আশা ব্যক্ত কৰয়ছি। সবাইকে ধৰ্ম্যবাদ।

**অদৌপ চক্ৰবৰ্তী**

সাধাৰণ সম্পাদক

ইউনিভার্সিটি টুডেট্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন।

## ଛୋଟ ଗଙ୍ଗ

ମୁଁ କାବ୍ୟ



—ମୋରଶେନ ବେଳାଲ

ଏହନ ହତ୍ୟାର ତୋ କଥା ନା । ତାର ବିଶ୍ଵରେ କୋନ ସୀଦା ଥାକଲୋ ନା । ଏଇ ନିଯେ  
ପଞ୍ଚଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଧ୍ୟାନନ କରିଲୋ । ଅତିବାରେ ଖାଡ଼ୀ ଦଶ ମିନିଟ କରେ । ଏତେ ସେ କୋନ ଉତ୍ତେଜିତ ଏକଦିନ  
ପାନି ହରେ ଯାଉଯାଯି କଥା । କିନ୍ତୁ ତାର ହାଟ୍ ବିଟକେ କୋନ ତାବେଇ କହାମେ । ଯାଚେନା, ସେଣ ତାର ହାଟ୍  
ଶରୀରେ ଯାଥେ ଇମିକିଡ଼ା ଗୁରୁ କରିଛେ, ରସିକ କୋନ ମାନୁଷେର ମତୋ । ଏହନ ଚଲାତେ ଥାକଲେ ତାର ଶତାଯୁ  
ହତ୍ୟାର ନନ୍ଦାବନାର କାଟା ଶୁନ୍ୟେର ଦିକେ ଏକଶତ ଘିଟାର ଶ୍ରିଟାରେ ଗତିତେ ଛୁଟିତେ ଗୁରୁ କରିବେ । ନାହିଁ  
ଅଲାରେଡ଼ି କରିବେ— କେ ଜାନେ ।

ସେ ସାଲିଶେର ମୌଚ ଥେକେ ଥାମଟା ଆବାର ଦେଇ କରିଲୋ । ତାର ବାବାର ସମ୍ବକାଳୀ ହାତେର ଲିଖାତେ  
ଥାମେର ଉପର ତାର ନାବ ଠିକାନା ଯଥାମୟ ପରିଷ୍କାର କରେ ଲିଖି । ଯାତେ ଭୁଲ ଯାଇଗାୟ ଚିଠି ଚଲେ ନା ଯାଇ  
ତାର ଜନ୍ୟ ପୂରୋ ଠିକାନାର ଉପର ଦିତୀଯବାର କଲମ ଚାଲାନୋ ହରିଛେ, ଆବ ପୋଟ କୋଡ଼େର ନୀଚେ ଲାଲ  
କାଳି ଦିଯେ ଲେଖି ଟାଲା ।

ତାର ବାବାର ଚିଠି ଲିଖାଇ (ଅନ୍ତରୀ) ଭଙ୍ଗିଟା ସେ କଲନାର ଦେଖିତେ ଗେଲ । ଆବବା ବିଛାନ୍ତାର ଦ୍ୱାସେ କାଗଜ  
କଲମ ନିଯେ ତୈରି, ଆବ ଆବା ବିଛାନାର ପାଶେ ବଣେ କାଗଡ଼ ସେଲାଇ କରିଛେ । ମୁଣ୍ଡଟା ହାସି ହାସି ।  
ବଡ଼ ଏକଟା ଦେଖି ଯାଇନା ଏହନ । ସେ କଲନାର ବାବାର ମୁଖେ ହାଥି ଫୋଟାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରିଲୋ, କିନ୍ତୁ  
ପାଇଲୋ ନା । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜେର ସମୟ ଉନି ହାସି ପହଞ୍ଚିବାରେ ନା । ବିଯେ ଶାଦୀର ବ୍ୟପାର୍ଟଟା ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁତ୍ୱ  
ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଏକ ଡିଗି ଉପରେ ମହାଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଯେ ଶାଦୀର ପରି ହାସି ଠାଟାର ସମ୍ପର୍କେରେ ଲୋକ ଆରୋ  
ଶାଡ଼ିବେ, ତଥନ ଆନ ଖୁଲେ ହାସି ଠାଟା କରି ଯାବେ । ଯାହୋକ — ଆବବା ବିକୁଟା ଲିଖାର ପରିପରାଇ ଆମାଙ୍କେ  
ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ ଏଇ ପରି କି ଲିଖିବୋ ? ଆମା ଅଗୋହାଲୋ ତାବେ ବଲିଛେ ଅଧି ଅବବା ତା ଅତି ଦକ୍ଷତାର  
ଯାଥେ ଗୁଛିଯେ ଲିଖେ କେନିଛେ । ସବୀଇ ତୋ ଆବ ଗୁଛିଯେ ଲିଖିତେ ଜାନେ ନା । ଆମାହୁ ସବୀଇକେ ସବ  
କିଛି ଦେନ ନା ।

ଚିଠିଟାତେ ଏହନ ମାର୍ଗାବକ କଥା ଲିଖି ଲେଇ । ଆବ ଗତାମ୍ଭଗତିକିଇ । ତବେ ବିଚିନ୍ତା ଏକ ଶକ୍ତି ସେ  
ଚିଠିଟା ବହନ କରିଛେ ଏତେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ଲେଇ । ଲେ ତୃତୀୟ ବାନ୍ଦେର ମତୋ ପଡ଼ିବେ ଗୁରୁ କରିଲେ ।

ଏକମାତ୍ର ହଇଲେ ଚଲିଲ କୋନ ଚିଠି ପତ୍ର ଲିଖ ନାଇ । କେମନ ଆହ, କି ସମାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଜାନାଇଲେ  
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାକା ଯାଇ । ଅବଶ୍ୟ ଦେଶେର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିହିତିତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାକା ବଡ଼ି ହୁକ୍କାର । ପଞ୍ଜିକା ମାରକୁ  
ଜାମକେ ପାଇଲାମ ଢାକା ଶହରେ ଦିନେ ହପୁରେ ଗୁହସୁ ହତ୍ୟାର ଥିଲା । ସନ୍ତବତ ବରହମାର ମାମ ସାଗେରା

মোরশেদ। এছাড়া বঙ্গপাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের ছোট হেলেকে কিছু দিন আগে হেলে ধরা ধরিয়া নির্যা একলক্ষ টাকা শব্দী করিয়া বসে। কোন টাকা দেওয়া ছাড়াই হেলেকে উজ্জ্বল করিয়াছে স্থানীয় পুলিশ। ও সি সাহেব আহার বন্ধু হামুন। তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া-হিলাস এ ব্যাপারে।

তোমার বিবাহের অন্য অভিশয় কাল পাত্রী ঠিক করিয়াছি। খেয়ের নাম মেগাঃ বাস্কুলাহার শেরী। এই মেরে তোমারও অপরিচিত। নয়। মেরা জানার অধোই কার্যাবত্ত করা ভাল। তোমার আপ্ত ছাই মাসের মধ্যে শুভকাল সুসম্পন্ন করার জন্য জোর প্রচেষ্ট। চালাইতেছে বলাবাহিক্য-পাঞ্জী পক্ষের শুভকাজে অথবা শেরী পছন্দ নয়।

গতকাল হঠাৎ মাথায়াখা শুরু হইলে প্যারাসিটামল না থাইয়া তোমার বথা বতো পমের মিঃ শ্বাসন করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি “রোগারোগ্যে ঘোষ্যযোগ্য” নামক বইটি লাসার সমন্ব কিনিয়া আনিব। আর বিশেষ কিছু লিখিবার নাই—।

দোয়ান্তে তোমার আববা

১২/০৭/১০ ইং

ছদ্মিন আগে ঢাকা থেকে বাড়ি এসেছে সোহেল। আজকে খর যেন কেমন লাগছে। অনু-ভূক্তিটা সাতাশ বছতের জীবনে একধারণ আদেনি। অথচ এতকাল তেবে এসেছে বিয়ের সময়টাতে সে এমন স্বাভাবিক আচ্ছন্ন করবে যে সবাই ভাঙ্গাব বনে যাবে। বিয়ের আসরে থাণ্ডার ব্যাপারটা একটু দেরিতেই হয় তখন সে উঠে উঠে গিয়ে তেকরে ঠাণ্টা সম্পর্কীয়দের সাথে গল্প শুভ্য করে আসবে। হাস্য সন্ধিকভাবে চলবে একটু আধটু। লজ্জা শরম পাওয়ার প্রশ্নই আসে ন।। লজ্জা হলো নারীর ভূষণ আর পুরুষের শক্র।

অথচ আজকের এই বিচরণ অনুভূতি তাকে একেবারেই তাজ্জ্বব করে দিল। পুরো সময়টিতে একটা বোর লাগা তাকে আচম্ন করেছিল। এতে একটা লাভ হয়েছে—কোন জটিলতা বা লজ্জা শরমের ব্যাপার তাকে তেরন ভাবে ছুঁতে পারেনি, শুধু সামান্য সময় ছাড়া। সিঁটি থাণ্ডার সমন্ব স্থে খুবই সাবধান ছিল যাতে সামনের ঠাণ্টা সম্পর্কীর কেও প্রেট ধাক্কা ন। দিতে পারে। কিন্তু আক্রমণ যে পেছন থেকে আসতে পারে তাতো আর এতো বঠিন পরিচ্ছিতির মাঝে চিক্কা কয়া যায় ন।। কার মুখ সিঁটি আতীর রামে একদম মাখামাখি। সে অনেক চেষ্টা করলো লজ্জা এড়াতে, কিন্তু তলুল জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে লজ্জা দিলে ত বোধ হয় এড়ানো যায় ন।। শুধুর বথা হলো বায়বীয়। কাজেই বায়বীয় সন্ধিকভাকে আসন্নিয়তের মাধ্যমে এড়ানো সম্ভব। তার মনে হলো অন্তত এমন দিনে একটু আধটু লজ্জাকে শক্র ন। ভাবলেও চলে।

ব্লাক কত হবে এখন একটা নাকি হটে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকানোর কথা মনে পড়ে ন।। যর আমো করে একজন মাঝুষ ছিঁনায় বসে। মেঝে মাঝুষ এই মেরেটিই কি তার দীর্ঘকালের পরিচিতা? সোহেল সোন্দোহিতের মতো চেয়ে থাকে। এগিয়ে যায় ধীমে ধীমে। পা টিপে টিপে। যেন বেয়ে ভয়ের কাঁচ দিয়ে তৈরী। একটু জোড়ে হাটলেই ঠুন্ করে

(সাত)

ক্ষেত্রে যাবে। আচ্ছা সমোহন কি চোখের দিকে না তাকিয়েও কয়া থায়? মেয়েটি তো সেই তখন থেকে তার শাড়ীর রং গভীর মনযোগের সাথে অঙ্গীপ করছে। নাকি শুন মেয়েটি শুধু এই বিশেষ উপস্থিতি তার সম্মোহিত হওয়ার কারণ। সোহেল হিমেরের সাথে বুকতে পাইলো, সে বাধীন তাবে চিন্তা করতে পারছে। আছম ভাবটা আর নেই। আরও নিশ্চিং হওয়ার অন্য সে মিজের বাম হাতের উচ্চে পিঠে কারড বসিয়ে দিল। উত্তেজনার আধিক্যে যে কারডটা একটু ক্ষেত্রেই হতে পারে তাতো আর তার মনে থাকাই কথা না। নিজের অজাণ্টে উক শব্দ করলো। অস্বাভাবিক শব্দে শিল্পী চমকে তাকালো। তাকিয়েই ধাকলো খানিকটা শব্দ। সোহেল গভীর অমত্তা উপস্থিতি করলো চোখ দু টোতে। আর একটা কি যেন ঝুঁজলো। তার এই অব্যবহৃত ক্রিয়া যখন সফলভা পেল স্বত্ত্ব আর সামুক ছাঁটো চোখ তার দিকে তাক কর। নেই। একটা কথা তার কেবলই মনে হতে লাগলো জিভাবে এত মায়া এত ভালবাসা কাজল জীবি ছাঁটোতে উকিবুকি মাবে। সে পরম আবেগে কিছু বলতে চাই। বহুদিন ধরে যে কথাঙুলো বলছে বলে ট্রায়াল দিয়ে রেখেছিল সেগুলো অঞ্চল করতে পারে না। কোন গভীরে তলিয়ে গেছে কে জানে। মনের গভীরতা সন্তুষ্ট অসীম। সে মনের উপর খানিকটা বিরক্ত হয়। গভীর আগ্রহে কিছু বলতে চাওয়ার সহিত ঠিক মেই কথাগুলো মনে না পড়ার মতো বিড়শ্বন। আর কিছুক্ষে নেই, এ ব্যাপারে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলো। গুহিয়ে কথা বলার চেষ্টা বাদ দিয়েই ধার্শ মন্ত্রের মত কাজ হলো।

টিক এমন একটা পরিস্থিতি ছিল আমার দীর্ঘকালের আকাংখা। আকাংখা চাপ্পিতার্থতাঙ্গ বাধ্যয়ে যে জিনিসটা আসে সেটার মাঝই বৌধ হয় স্বীকৃত। আমার ভেতরটাতে কাল লাগার অসংখ্য অসুস্থ তোলপার অনুভব করছি। আমার একান্ত এই অনুভবের অধৈক তোষাকে দে। মেঘে তুষি? বোহেল শব্দহীন উত্তর হৃদয়ে অনুভবের চেষ্টা করে। চারটি চোখ খানিকটা সমস্ত চাঁকগুল্য হারাই। ধাইলো বি বি ডাকে। ডেকেই চলে একটানা। বোটেই বিরক্তি লাগেনা এই একটানা শব্দে। আকাশ তার কোটি কোটি চোখ মেলে কেজন তুল জল করে তাকিয়ে থাকে। গভীর আবেগে সোহেলের কঠবর আশ্চর্য গাঢ় লাভ করে। প্রেয়মীর কানের কাছে জোড়া ওঁটের অনিবারিক মড়াচড়া টিকই দেখে মেঝে আকাশ পর্দা র ফাক গলে, কিন্তু শুনতে পাই না কিছুই, বি বি একটানা। শব্দে। ইতিমধ্যে কথা যে আকাশের বড় একটা অংশ স্থল করে সিঁথেছে চাদ সোহেল বলতে পারবে না। তার আজ চাদ মেঘার সময় কোথার?

বি বির শব্দেই সে ধীরে ধীরে বাস্তবে এলো। তার মন যথেষ্ট খালাপ হলো। একে আরাভারি যুব না ভাঙলে কি চলতো না। ইতিমধ্যে বি বি শব্দ একটানা পালি পড়ার শব্দে অগাম্ভীর হয়েছে। ট্রালেটের কলটাতে একটু ডিফেন্ট আছে। কলটার উপর তাক বিরক্তি চড়ে পৌছলো। সে মনে মনে ইরেজী শব্দের রচনা সুন্দর বলতে গুঁজ করলো। বিরক্তি কমানোর জন্য একথ করে সে। অভ্যোগটা বহু দিনের। আর দু বছু তো হৃষি।

# প্রথম বাঙালী মুসলমান গ্রাজুয়েট ও মুক্তবুদ্ধির চট্ট।

## ঘৰতীন সরকার

উনিশ শতকের প্রার্থ শুভতেই কলকাতা শহরকে হেন্দ্র করে, খুব ছোট পরিসরে হলেও মুক্ত-বুদ্ধিচর্চার সূচনা ঘটেছিল। হিন্দু কলেজ নামক শিক্ষার্থাত্মক হিল সে চার বুল হেন্দ্র। কিন্তু মুসলমান সবজ এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। এই না-গোরাজ হাজারটা কারণ থাকতে পায়ে, তবে আসল কারনটা হিল বাংলার মুসলমান সমাজে অধ্যবিত্ত সমাজের অনুপস্থিতি। ধীরে ধীরে অবশ্য এ সমাজের অধ্যবিত্তের অভ্যন্তর ঘটেছে, এবং সে অধ্যবিত্তের সম্মাননা পাশ্চাত্যধারার শিক্ষার্থাত্মকেও অবেগ করেছে। ১৮১৮ সালে সদ্য অতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে দু'জন ছাত্র গ্রাজুয়েট হয়ে বের হল তারা অবশ্য মুসলিম সম্মান ছিলেন না, তাদের একজন স্বনামধার বকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যজন বছরাথ বসু। তবে এর ভিত্তি বছর পরই, ১৮৬১ সালে, বাংলা তথা ভারত-বর্ষের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট হল দেলোয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩)। পশ্চিমবঙ্গের হৃগলি জেলার দাদপুর থানার বাবনান প্রাপ্তি স্বাক্ষ মৌর্জা পরিবারে তার জন্ম। বকিমচন্দ্র মতে স্ফটিখীল প্রতিভা তার ছিল না। তবে গভীর মন ও মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিলেন তিনি। তার সমস্ত শক্তি ও বেদাকে তিনি বিস্তোষিত করেছিলেন আপন সমাজের জন্য বৃক্ষের মুক্তির দ্বারা উদ্যোগে করে দেয়ার লক্ষ্যে।

সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর সবচেয়ে লোভনীয় চাকুরী ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি। প্রথম বাঙালী মুসলমান আক্রয়ে দেলোয়ার হোসেনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশনের পদে উন্নীত হয়ে ১৮৯৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এর চার বছর আগে, ১৮৯৪ সালে, পান ও ‘খাল বাহাদুর’ খেতাব। অরণবোগ্য যে, বকিমচন্দ্র ও সমস্যদার ‘বার বাহাদুর’ খেতাব পেরেছিলেন। ব্রিটিশ রাজের দেৱা এসব খেতাব ছিল আসল রাজসেবার স্বীকৃতির নির্দশন। রাজসেবার বকিমচন্দ্র ও দেলোয়ার হোসেন উভয়েই হয়তো ঝোটামুটি বিশ্বস্তই ছিলেন। তবে, ভিন্নদেশী রাজ্যের দেৱা করতে গিয়েও অদেশবাসীর কল্যাণের কথা যে তারা তারে থাকেননি-উভয়েই তার প্রচুর প্রশংসন রেখে গেছেন। বকিমচন্দ্র অমের অতিভাবয় সাহিত্যিকরণে মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন বলে তার অবদান আমাদের চোখের সামনেই জীবন্ত হয়ে আছে। কিন্তু দেলোয়ার হোসেন আহমদ অনেকগুলা তৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করলেও সেগুলোর ভাষা ছিল ইংরেজী, আর তার অনেক প্রবন্ধই তৎকালীন সামৰিক পন্তের পাতায় বন্দী হয়ে রয়েছে, প্রস্তুকারে আকাশিত হতে পারেনি। সে কারনেই বৃহত্তর গণমানন্দের কাছে তার চিন্তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়নি। এবং অচিরেই এই চিন্তাবিদ মনীষী দেশবাসীর পৃতি থেকে হারিয়ে গেছেন।

অতি সম্প্রতি তিনি পুনরাবৃত্ত হয়েছেন বটে, ফিল্ট সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর কাছেও তার নাম ও কীভিত যথাযথ প্রচার এখনো খটেনি !

উপরিশ শতকের বন্দীর রেনেগেডের উদ্ধৃতা ছলে খাত রাজা রামমোহন রায় তার পিতৃপুরু -  
বের ধর্মকে ( অর্থাৎ তৎকল্প-প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে ) প্রতিবন্ধকরণে দেখেছিলেন।  
এ প্রতিবন্ধকরণ দ্রুত করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার এক ইংরেজ বন্ধুকে এক পত্রে  
তিনি লিখেছিলেন, “রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা উপরোক্তের প্রয়োজনেই হিন্দুদের ধর্মে কিছুটা  
হলেও পরিবর্তন ঘটাতে হবে ।” এ অতিপ্রায়কে কাজে পরিণত করার লক্ষ্যেই রামমোহন হিন্দু ধর্মের  
যুগোপযোগী ব্যাখ্যাদানে ও হিন্দু সমাজে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানের সংস্কারে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন।  
যুগচেতনায় উদ্বৃক্ষ হয়ে যুক্তিবাদী দেশোয়ার হোসেনও বাঙালী মুসলমান সমাজের জন্য একই ধরনের  
কর্মপদ্ধা গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তিকে অনেক বেশি মূল্য দিতেন  
বলেই তর্তু সম্পর্কেও বিচার বিবেচনাপূর্ণ সাহসী বস্তুব্য প্রচার করতে তিনি পিছ পা হননি। এদিক  
দিয়ে তার অবস্থান ছিল ওরাহাবি ফরারজিদের ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদের বিপরীতে তো বটেই, এমনকি  
আবহুল লতিফ বা সৈয়দ আবীর আলীর মতো ইংরেজি শিক্ষিত পাঞ্চাত্যপন্থী মুসলমানদের চেয়েও  
অগ্রবর্তী । আবহুল লতিফ আশরাফ মুসলমানদের জন্য কিছু কিছু বৈষয়িক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যেই  
ছিলেন পাঞ্চাত্যপন্থী, পাঞ্চাত্যের অগ্রগামী বৃজোয়া দর্শন ও যুক্তিবাদকে গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ভেঙ্গন  
উৎসাহ ছিল না। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও চেতনায় তিনি রক্ষণশীলই ছিলেন। এমনকি  
বাঙালী হয়েও বাংলা ভাষার প্রতি তার অদ্বাবোধ ছিল না। আশরাফ নামে পরিচিত নিম্নবর্ণের  
মুসলমানের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত জন্য, মুসলমানী বাংলার নামে এক ধরণের বাংলা প্রচারের সুপারিশ  
তিনি করেছিলেন, আশরাফ মুসলমানদের মাতৃভাষা রূপে বাংলাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি।  
সৈয়দ আবীর আলীর তো বাংলা ও বাঙালীর সঙ্গে কোনো সম্পর্কেই ছিল না। অন্যদিকে, দেশোয়ার  
হোসেন লেখালেখি যদিও ইংরেজিতেই করেছেন, তবু মাতৃভাষা বাংলাৰ চৰ্চা ছাড়া যে বঙ্গীয় মুসল-  
মানের বিকাশ অসম্ভব, — এ কথাও জোর দিয়েই বলেছেন। যদিও প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের থেকে

## ‘মেঝে’ কে শুনেছে জালাল কুথ টোর

এখানে শার্ট পিচ, পেটিপিচ, শাড়ী, লুঙ্গি, পাঞ্চায়া যায় ।

মহারাজা ঝোড়, মুক্তাগাছা, মুক্তনসিংহ ।

অনেক পিছিয়ে থাকাৰ কাৰণে বাঙালী মুসলমানকে স্বাতন্ত্ৰ্যৰ চেতনার উপৰুক্ত হয়ে আপম সমাজকে বিকল্পিত কৰাৰ প্ৰয়োগ কৰতে হবে মনে তিনি মনে কৱলেন, তবু সেই মুসলিম স্বাতন্ত্ৰ্য যাতে পশ্চাংপদতা ও কৃপণুকতাৰ বৃত্তে বন্দী না হয়ে পড়ে, সে বিষয়েও দেলোয়াৰ হোসেনেৰ ছিল তীব্ৰ সচেতনতা। উপৰিশ শক্তকেৰ প্ৰথমাবে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্ৰাপ্ত “ইঠংবেঙ্গলদেৱ” মতো রেডিক্যালৱা কিংবা রাজা রামমোহন রায়, দৈৰ্ঘ্যচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৱ, অক্ষয় কুমাৰ দত্ত প্ৰমুখ বিদ্বৰী বুদ্ধিজীবিহুল হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে যে মুক্তিবাদৰ ধাৰা প্ৰবাহ সৃষ্টি কৱেছিলেন, বিলম্বে উত্তুত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীৰ প্ৰতিকূলপে দেলোয়াৰ হোসেন আহৰণ উপৰিশ শক্তকেৰ হিতীয়াৰ্থে মুসলিম সমাজেৱজন্যও সে অক্ষম একটি ধাৰাৰই সৃষ্টি কৰতে চেয়েছিলেন। তাৰ হিন্দু পূৰ্বমুৰিয়া যেমন হিন্দু ধৰ্মীয় মানা বিধি বিধানকে সামাজিক অগ্রগতিৰ পথে প্ৰতিক্রিক হিসাবে দেখেছিলেন দেলোয়াৰ হোসেনও তেমনি মুসলিম সমাজে প্ৰচলিত মান। ধৰ্মীয় সামাজিক আইন-কানুম, অথা ও প্ৰতিষ্ঠানকে সামাজিক অম-গ্ৰসৱতাৰ কাৰণ হিসেবে চিহ্নিত কৱেছিলেন। তিনি মনে কৱতেনঃ কোনো জাতিৰ রাষ্ট্ৰিক, নাগৱিক বা সামাজিক বিধি বিধানেৰ সঙ্গে ধৰ্মবিধানেৰ কোনো আত্যতিক সম্পৰ্ক থাকতে পাৰে না, ধৰ্মীয় সত্যেৱ অবস্থান হচ্ছে মানুষেৰ সাধাৰণ বোধ বুদ্ধিৰ অতীত আধ্যাত্মিকতায়, অন্যদিকে সামাজিক বা সামাজিক আইন-কানুন সবই গড়ে উঠে গণ-মানুষেৰ বাস্তব অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিতে।

অৰ্থাৎ দেলোয়াৰ হোসেন পৱিপূৰ্ণতাৰে ছিলেন সেক্ষুয়াৰ মতাবলম্বী। তাৰ সময়কাৰ মুসলিম দেশগুলো ধৰ্মকে রাষ্ট্ৰনীতিৰ সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেই ইউৱোপীয়দেৱৰ থেকে অনেক পিছনে পড়ে গোছে বলে তিনি মনে কৱতেন। স্বাজন্মীতি ও ধৰ্মেৰ বিভাজনেৰ পক্ষে তিনি একাধিক বৃচনায় খণ্ডিশালী মুক্তিৰ অবতাৰণা কৱেছেন। মুসলিম উত্তৱাধিকাৰ আইন এবং সুদ সম্পৰ্কে মুসলমানদেৱ দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি এ সমাজেৰ পুজি গঠন ও আধিক বিকাশেৰ পথে প্ৰচণ্ড বাধা কৱপে দেখেছিলেন। প্ৰচলিত পৰৱৰ্তন মাজাসা শিক্ষায় কঠোৰ সমালোচক ছিলেন তিনি। তীব্ৰ বেদনাৰ সঙ্গে তিনি লক্ষ্য কৱেছিলেন, মাতৃভাষায় আধ্যাত্মে ধৰ্মশিক্ষা গ্ৰহণেৰ কোনো ব্যবস্থা না থাকাৰ বাঙালী মুসলমানৱা না

‘এবঙ্গ’ এৱ সাকলা কামনা কৱি

## ৱহমান বন্দৰামন্ত্ৰ

প্ৰোঃ—হাজী মোঃ ফয়জুৱ বহমান

এখানে সকল শ্ৰেণী শাড়ী, লুঙ্গী, শার্ট পিচ, পেণ্ট পিচ, ছাতা  
ও ছাতাৰ কাপড় পাওয়া যায়।

মসজিদ ৱোড়, দৱিচাৰআনি বাজাৰ, মুজুগাছা।

বুবেই কোরান আবৃত্তি করে চলে, এছই ফলে ধর্মীয় উপলক্ষ্মিকে জীবনাচরনের সঙ্গে যুক্ত করতে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ধর্মের প্রকৃত সর্ব গ্রহণ করতে না পারার ফলেই বাংলার মুসলমান সমাজে অগ্রিমত্বয়িতা, পদাৰ্থ পথা, বহু বিবাহ, উপপত্নী পথা ও দাস পথা শিকড় গেড়ে আছে বলে তিনি অভিযোগ প্রকাশ করেছেন। তাৰ বিভিন্ন রচনার তিনি মুসলমানদের জন্য আবুল সমাজ সংস্কৰণ আন্দোলন গড়ে তোলাৰ উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি বিজেই বীকাৰ কৰেছেন যে, অন ট্যাট প্রিজ, বাকুল হাবাট প্লেসাম ও মুখ পাশাত্ত্ব চিঞ্চাবিন্দুৰ রচনাবলী তাৰ মানস পঠনে বিপুল প্রভাব বিস্তার কৰেছে। তাৰ মূখ্য শতকেৰ মুসলিম জগতেৰ যুক্তিবাদী দার্শনিক মোতাজেলাদেৱ সজেও তিনি একাঞ্জলি পোষণ কৰতেন। তাৰ অনেক রচনায় তিনি ‘মোতাজেলা’ ছন্নোম ব্যবহাৰ কৰেছিলেন। মোতাজেলাদেৱ দৃষ্টিভঙ্গি কোমদিনই রঞ্জণশীল সমাজেৰ প্ৰসৱ সমৰ্থন লাভ কৰতে গাৱেনি, উনিশ শতকেৰ শেষাৰ্ধেৰ বাংলায় মোতাজেলাদেৱ অতোই যুক্তিবাদ \* মুক্তবুক্তিৰ চৰ্চা কৰতে গিৱে দেলোয়াৰ হোসেনকেও বিকল্প প্ৰতিবাদেৱ মুখে মুখি দাঢ়াতে হয়ে ছিল।

তাৰ সাধনা হয়তো সিদ্ধিৰ দিগন্তকে স্পৰ্শ কৰতে গাৱেনি। তাৰ মামত্বেই হৈ। নামা প্ৰতিকূলতাৰ পাচিল ডিঙিয়ে একান্ত বিৱৰণ কৰতে হলো মুক্তবুক্তিৰ আলো সমাজে সঞ্চারিত হৰেই চলেছে। বিশ শতকেৰ বিশেষ দশকে চাকাৰ ‘শিখ’ গোষ্ঠী কি দেলোয়াৰ হোসেনেৰ আলিয়ে দেৱা আলোক শিখাটিকেই অনৰ্ধাৰ্থ রাখাৰ দারিদ্ৰ গ্ৰহণ কৰেনি? একুশ শতকেৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত মাড়িৰে ঝৌলবাদেৱ অক্ষকামে বাংলাদেশেৰ প্ৰতিকামী কৰণ প্ৰজন্মেৰ দুদৰেও কি দেলোয়াৰ হোসেন আহমদ সন্ধানী আলোকণে ভাস্তু হয়ে উঠতে পাৱেন না?

প্ৰথ্যাত ইতিহাসবিদ্ ডট্টৰ সালাউদ্দিন আহমদ তাৰ বিভিন্ন লেখাৰ দেলোয়াৰ হোসেন প্ৰসঙ্গ তুলে এন্দেছেন। ১৯৭১ সালে সুলতান জাহান মালিকেৰ সম্পাদনায় ‘মুসলিম বজাৰিজম ইন বেঙ্গল’ শিরোনামে দেলোয়াৰ হোসেনেৰ নিৰ্ধাচিত ইচনা সংকলনও প্ৰকাশিত হৱেছে। অবিলম্বে তাৰ রচনার বাংলা অনুবাদ ব্যাপক হাবে প্ৰচাৰিত ও আলোচিত হওয়া প্ৰয়োজন।

- ০ -

প্ৰথম বাবিকী ‘এবঙ্গ’ কে শুভেচ্ছা  
মেমোস ‘অটো স্পেয়াস’  
পুনৰাতন বাসফ্ট্যাগু, মুকুগাঁছা, ময়মনসিংহ।

# প্রকৃতির বৈচিত্র

## □ আজহারল হক (তপো)

মনীষীরা লিখে গেছেন,

“ কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিলে,  
কতু আশীবিষে দংশেনি যারে ?”

এখন প্রশ্ন হলো যে সমস্ত মনীষীরা এই সমস্ত উষ্ণি করে পেছেন তারা কি সবাই সাপের  
কাষড় খেয়েছেন ? মোটেই না ! তবে তাদের অনেকেই সাপের বিষ সমস্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে  
দেখেছেন যে সাপের বিষে পাঁচ ধরনের বিষাক্ত এনজাইম রয়েছে। এই এমজাইমগুলির কোন  
কোনটি দংশিত প্রাণীর রক্তের লোহিত কনিকা ধ্বংশ করে, কোন কোনটি প্রতিকারক ব্যাকটেরিয়া  
ধ্বংশ করার জন্য শরীরের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা দরকার তা নষ্ট করে দেয়। কলে প্রাণী মারা যায়।  
তাই কাউকে সাপে কাষড় দেওয়ার সংগে সংগে কাষড় দেওয়ার কিছু উপরে দড়ি, কাপড় বা অন্য  
কিছু দিয়ে শক্ত করে বেধে দিতে হবে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে পটাশিয়াম পারম্যাঞ্জেট  
জ্বর দ্বারা করেক্যার খোত করতে হবে। এরপর চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

এবার আসা যাক সাপের অন্যান্য কিছু দিকে। সন্ত্রিত: Typhlops crycinus পৃথিবীর  
সবচেয়ে ছোট সাপ। গাঢ় বাদামী বর্ণের এই সাপ ১৩ মি, মি এর মত লম্বা এবং ম্যাচের বাটির  
চেয়ে স্ক্রু হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় সাপের নাম বলা মুক্তি। তবে ইহা বোরা (Boa) এবং  
পাইথন (Python) গুপ্তের অস্তর্গত ইহাদের কোম সমস্য ১ মিটার লম্বা। পাইথন এবং  
অ্যানাকণ্ডা (Anaconda) সাপ খুবই বড় আকৃতির। প্রায় ১৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা অ্যানাকণ্ডা  
সাপ পাওয়া গিয়েছে (Burbur - 1934)।

সাপের আরু এবং আকারের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। বোয়েডি (Boidae) এর আয়ুস্কাল সব  
চেয়ে বেশী বোয়েডি এর অস্তর্গত অ্যানাকণ্ডা সাপ ২৪ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকে (National zoo  
washington)।

বেশীর ভাগ সাপই তাদের পরিপাক ক্রিয়ার জন্য বিষের উপর নির্ভরশীল। অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে  
সাপের বিষথলি বেঁচে করে নিলে সে সাপ বেশী দিন বাঁচে না। অনেক সাপ (যেমন:—Viper,  
pitviper) এর পরিপাক ক্রিয়া শক্ত পক্ষে শিকারকে তার বুখে নেয়ার পূর্বেই শুক্র হয়ে যাব। এই  
সব ক্ষেত্রে সাপের দেহের বাহিরে অর্থাৎ সংশ্িত প্রাণীর দেহে বিষের ক্রিয়া চলতে থাকে। এই

বিষের ক্রিয়া এবং পরিপাক কোন কোন সময় সাপ থেকে বহু ছুরে সংগঠিত হয় এবং সাপের অস্তি শিকারটি তৈরী হতে থাকে। কাবড় দেরায় পর সাপ নিজেকে লুকিয়ে ফেলে এবং কিছুক্ষণ অস্যকোন আণী অঙ্গের মধ্যে বিস্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে শিকার দারা বায়। দংশিত প্রাণীর একটি আলাদা গত থাকে এবং এই গন্ধদারা সে (সাপ) উহাকে ঘুঁজে বের করে থেকে আরম্ভ করে।

বেরীয় তাগ বিষধর সাপই কাবড় না দিয়ে বিষ দাত দারা "ইনজেকশন" এর মাধ্যমে শিকারের মেহে বিষ হানাত্তর করে। এই হানাত্তর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সংগঠিত হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, Rattle Snake এর ক্ষেত্রে এই বিষের গতি ৩ বিটার/সেকেন্ড। সাপের বিষ তখন ইহার পরিপাক ক্রিয়া ক্রস্তার নেই ব্যবহৃত হয় না বরং ইহা আঘাতকার্যেও ব্যবহৃত হয়।

বৃগ বৃগ কলনা কষা হতে Poisous Spitting সাপ খু-খু মাধ্যমে বিষ হানাত্তর করে থাকে। C. M. Borger প্রাচান করেন যে, এটা তখন কলনাই নয় বাস্তবেও সত্য। তবে একেজে বিষ খু খু আকারে হানাত্তরিত না হয়ে প্রে-আকারে হানাত্তরিত হয়। ইহা ১-৩ বিটার পর্যন্ত তুরবেতে ঘটতে পারে। এই ধরনের সাপের দাত চোরালের সাথে  $10^{\circ}$  কোনে অবহান করে। কলে পহচেই বিষ প্রে করতে পারে। বামকুপার একশন এবং কলে বিষ বেরিয়ে আসে এবং শিকারের চোখে আবাত হাবে। কলে অস্থায়ীভাবে এবং কোন কোন সময় হাঁটীভাবে চোখ অক্ষ হয়ে থেকে পারে।

সাপের মৌলিং বা খোলস বদলানে বিশেষ ধরনের ইহমৌল একশন এর অস্ত্য হয়ে থাকে। মৌলিং এর সময় চেখ থেকে কাঁচের ম্যার আবরণ খসে পড়ে। এই সময় চেখের আবরণ খোলা হয়ে থায় এবং সাপ নিজেকে একটি গুপ্তহানে লুকিয়ে ফেলে। মৌলিংকাল করেকমিন হানী হয়। মৌলিং এর পর সাপের দেহ উজ্জ্বল হয় এবং অচও কুণ্ডা পার।

প্রজননের সময় সাপ (Diamond black rattle snakes) বিশেষ ধরনের মৃত্য প্রদর্শন করে থাকে, যাকে আমরা "বিয়েত্তা" বলে থাকি। ইহা মূলতঃ প্রজননের সময় প্রতিবন্ধী পুরুষ আপত্তিগ্রস্ত মধ্যে হয়ে থাকে। একেজে বিষ অঙ্গের কোন কাজ থাকে না। এই মৃত্য শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীগতি হিসাবে ব্যবহৃত হয় যাতে কোন প্রতিবন্ধীর মৃত্য বা মৃত্যুগত ঘটে না। একেজে সেই প্রতিবন্ধী বিজয়ী হবে, যে তার প্রতিপক্ষকে মাটির সাথে রেখে নিজেকে উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এই মৃত্য সাধারণতঃ বুকে-বুকে, বা বিভিন্ন শারীরিক অংগে ভঙ্গিয় থায়ায়ে হয়ে থাকে যা প্রক্রিয়ের মোহিত করে।

প্রবলের ধরণে চাই, যথ সাপই বিষধর নয়। পৃথিবীতে যত সাপ আছে তার মাঝে ১৩ প্রজাতি সাপ বিষধর। কাজেই সাপ সম্পর্কে আমরা জরু পাই ততটা জরু বা আতঙ্কিত হবার কোন কারণ আছে বলে অনেকে কঢ়ি না।

# উক্ত

## ପାଇଦୁର ରହିଥିଲା ମାନିକ

'ଗାଢା' ଏକଟି ସବୁ, ସାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଏକ ସରନେର ଚତୁର୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ । କିନ୍ତୁ ଏକଟି ଶଳେର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥଟି ସବୁ କିଛୁ ନୟ । ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୋଗେର ମାଧ୍ୟମେ ଏକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ଅର୍ଥେ ସ୍ଵର୍ଗତ ହଜେ ପାରେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଥାଣ 'ଗତାମ' । 'ଗତାମ' ଏଇ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ 'ବିହାଟ ଆମ' । କିନ୍ତୁ ଏକାନିତ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଵର୍ଗର ଗୁଣେ ଏଇ ଅର୍ଥ ଅଛେ ନା । 'ଗାଢା' ଅନ୍ତିଃ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥେ ସ୍ଵର୍ଗତ ହୁଏ । ଏ ଥେବେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ କେମି ପାଞ୍ଚାଳ ନା । ଗାଢା ସମେତ ଏକ ସରନେର ପ୍ରାଣୀକେଇ ସୁରାଯ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ପଦ ନା, ବିପଦ । ଯୋକା ବାହୁବ ବୁଝାତେ ଆମରା ଗାଢା ଶଦଟ ସ୍ଵର୍ଗର କରେ ଧାକି କିମ୍ବା ପାଠକ/ପାଠିକା କେବେ ପାହେନ ନା । ଅଜ୍ଞାତ ଆପନାଦେଇରେକେ ଗାଢା ସମ୍ବାଦ ବା ବାହୀବାର କୋନ ଅଭିପ୍ରାୟ ଆମାର ନେଇ । କେବନା, ଆବି ଏକଥିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପନାରୀ ତା' ମନ । ସବଂ କୋନ କୋନ ଲେଖକ ଆପନା-ଦେଇରେ ସଥିନ ତା'ତେବେ ଆମାର ଅତ ସହାଯ ମାଲ ଗେଲାନୋଥିର ଚକ୍ରାତେ କରେ, ତଥି ବିଜେବୋଇ ଉକ୍ତ ବିଶେଷ-ଅଟି ପାବାର ସୋଗ୍ୟତା ଅଜ୍ଞନ କରେ । ଏଥିନ ଆମିଓ ଅର୍ଜନ କରେଛି, କି ସବେଳ, ସାହୋକ ଗାଢାକେ କେବେ ଯୋକାର ଅତୀକ ହିସେବେ ସବୁ ଥିଲୋ, ତା ବୋଧ କରି ସକଳେଇ ଜାନେନ । ତା' ସବେଓ ଏକଟୁ ବଲେ ନିଜେ ଆଗୋଟନାର ମୁହିସା ହୁଏ ।

ଗାଢା ସଥି ଅଳ ଥାଏ, ତଥିନ ସେ ଜ୍ଞାତେର ଉତ୍ତାନେ ଦ୍ୱାରିରେ ଚାର ପାରେ ଜୋରସେ ଅଳ ସୋଲାତେ ଥାଏକେ । ତାଙ୍କ ମୁଖଟା ଧାକେ ଭାଟିଲ ଦିକେ । ଧୋଗା ଅଳେ ସେ ତୁଫା ବେଟାନ୍ତା । ଅମ ନା ଘୁଲିରେ ପାଥା



ଏଥିଲ ଥେକେ ପାର୍ଶ୍ଵେ ରେଜିଷ୍ଟିଆର୍ ଟ୍ରେମାର୍ ଛାପାଲେ ସେଲୁପିନ କାଗଜେ ମୋଡାଲୋ ଥାବେ । ଏଇ କୋନ ଶାଖା ଶରୀକ ଏଞ୍ଜିନ୍ ବା ବିଜୟ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପରି-ବେଶକ ନାହିଁ ।

ପାଲର ପାଲ  
ଶ୍ରୀ ପାଲିକା ନାଥ ପାଲ  
କୋନ - ୩୮୩

জগৎকাম করেন। আমাদের সম্বাদেও এখন অনেক লোক আছে যারা জল ঘুলিয়ে পান করে। আমার নিজেরই এখন অনেক ঘটনার সাথে পরিচয় আছে। সে কথায় পরে আসি। গাধা নাকি বোবা নেবার সময়ও যতক্ষণ না পায়ের খুর শাটিতে পুঁতে যায়, ততক্ষণ হাঁটতে চাইনা। তা'হলে গাধা যে, সত্যিই গাধা যে, বিষয়ে নিশ্চয় কোম সন্দেহ নেই। সময়ের বাজ সময়ে না করে এক-বারে বোবা চাপিয়ে করাটাও নিশ্চয় গাধামি (বোকারি বলা গেলে গাধামি ও বলা যাবে, কি বলেন?)। গাধার আবার শ্রেণী নিভাগও আছে উত্তম, গাধা, আন্তগাধা। (আমার ভাগে কোন্টি পড়ছে, আপনারাই বিচার করুন)। গাধার প্রসঙ্গ খুব এক খেঁয়ে লাগছে নিশ্চয়। অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। গাধার বিপরীত চালাক। এবার চালাকীর গল্ল।

কথায় আছে, চালাকের পাঁচ জায়গার গু। বোকা ব্যক্তির পায়ে গু লাগলে সে নিবিকার হেঁটে যায়। কিন্তু চালাক? তার বেলার আলাদা। চালাক লোকের পায়ে গু আগলে, প্রথমে সে বক্তৃটি সংপর্কে উৎসুক হবে তাম হাতের জাগলে হেঁথে মেয়ে তারপর তাবে, বোকামী হবে গেল। হেঁথে নেয় বাম হাতে। আরো মিশিত হবার জন্য নাকে তুলে আগ নেয়, নাকে মেঁথে যায়। গু সংপর্কে মিশিত হলে তাড়াতাড়ি এখনে সেখানে মুছতে গিয়ে শোটমাট পাঁচ-সাত জায়গায় মেঁথে নেয়। এটাও তো জল ঘুলিয়ে থাওয়া। তা'হলে তো আবার গাধার গল্লে আসা গেল।

একটা গল্ল দিয়ে শেষ করি। এক খোড়া লোকের একটা গাধা ছিল। এক বস্তা চাল নিয়ে লে গাধার পিঠে চড়ে পঞ্জের হাটে যাচ্ছিল। প্রসঙ্গতঃ গাধাটি শহিল। এবং গর্ভবত্তী ঝাঁসার লোক জম হেঁকে বলো, সে কি ভাই! গর্ভবত্তী গাধাটিকে কষ্ট ছিছেন? পেটের বাচ্চা মাঝা যাবে তো। লোকটি তখন করলো কি চালাক লোকের মতো বস্তা বিজের মাথায় তুলে নিয়ে গাধার পিঠে বংশেই রাখেন। দিলো গঞ্জের ছাটে। একে কোন শ্রেণীতে ফেলবেন?

- ০ -

## “এবঙ্গ” এর প্রকাশনা দৌর্যতর হোক

### বজ্রং ক্লথ ষ্টোর

প্রোঃ—বজ্রং লাল আগরওয়ালা।

এখনে যাবতীয় শাঢ়ী, লুঙ্গী, শাটিং, কুটিৎ সুলভ ঘুলে।  
বিক্রয় করা হয়।

মহারাজা রোড, মুক্তাগাছা, মুন্দুনসিংহ।

‘এবঙ্গ’ এর প্রথম বার্ষিকীকে জানাই শুভেচ্ছা

## ‘মেসাম’ জনতা ফ্লাওয়ার মিল

শাগলা



মাকা

আধুনিক মেশিনে দক্ষ কারিগর দ্বারা উন্নত মানের মযদা এন্ড কারক ও পাইকারী বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

প্রোঃ—এ. কে. এম. ফজলুল হক (দুলাল)

আটানৌ বাজার, মসজিদ রোড,  
মুক্তাগাছা।



## মাতৃ শিল্পালয়

অলংকার জগতের একটি অভিজ্ঞাত নাম

প্রোঃ—বিষ্ণুনাথ বনিক

মহারাজা রোড, মুক্তাগাছা।

“জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ হই বাস্তব শিক্ষা”

— ডিউই

# স্বাধীনতাৱ পোষ্ট মটেল

## শাহজাহান সিরাজ

একটি বিশেষ প্রাণীৰ লেজ যেমন কোনদিন শোজা হয় না, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীলৱ। থেকে থাকেন। চলে বেহোৱাৰ মতন কাল থেকে কালাস্তৱে। এজন্য তাৱা গণতন্ত্ৰেৰ পোষ্টক পড়ে জনসেবাৰ কথা বলে এমনকি কল্যানকাৰী ধৰ্মকেও অঙ্গল্যানকাৰী কৰতে বিনুভাৱ দিখা কৰেন। তাৱা বাস্তব প্ৰসাণ, বাংলাদেশেৰ পাকিস্তান প্ৰেৰিকৰা। তাৱা স্বাধীনতাৱ ২১ বছৰ পৱেও বলে, ৭: এ আঘাদেৱ সিঙ্কাস্ত ভুল ছিল না। অৰ্থাৎ তাদেৱ কাছে বাংলাদেশ সৃষ্টি একটি দৰ্বটনাৰ মাত্ৰ আৱ এই দৰ্বটনাৰ বীজ ধপন কৰেছিলেন পাকিস্তানেৰ জনক জিনাহ সাহেব স্ব-হস্তে ভাষা সম্পর্ক তাৱা এক চোখা আচৰনেৰ ঘাষ্যমে - “উৰ্ধ্ব, শুধুমাত্ৰ উৰ্ধ্বই হবে পাকিস্তানেৰ একমাত্ৰ স্বাত্ত্বভাষা আৱ আখান থেকেই উৰ্বোৰস ছলো শোষণেৰ কালকাশ নৌতিল বাস্তব প্ৰতিফলন -। একই দেশে ছাই প্ৰদেশে ( পূৰ্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ) চলল ছাই ধৱনেৱ শাসন পদ্ধতি উন্নয়ণ কাৰ্য

১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ সাল পৰ্যন্ত আঘৱা ছাই-ছাইৰাৰ স্বাধীন হলাম। একবাৰ ১৯৪৭ সালে আঘৱেকৰাৰ ১৯৭১ সালে : এই ছাইৰাৰে আমৱা কৰ্তৃকু স্বাধীনতাৱ স্বাদ পেলাৰ তা আজ বিবো বিষয় ?

১৯৪৭ সালে স্বাধীন হলাম দ্বি-জাতী তন্ত্ৰেৰ ভিত্তিতে। অবশ্য তা ছিল সম্পূৰ্ণ বড়বুড়মুড়ক কাৰণ ধৰ্ম হিসাবে হলে, আমৱা মুসলিম অধুৰিত এলাকা মুশিদাবাদ-নদীয়া-হায়দৱারাধাদ আস পাই। আৱ যদি ভাষা ভিত্তিক হয়, তাৰে বাঙালী অধুৰিত এলাকা পশ্চিম বঙ্গেৰ সবচুকুন পাই কিন্তু বাস্তবে বেহেতু তা হয় নাই, অতএব বলা যাব শিল্পিলাহে গজদ। তবুও আঘৱা কেনে মি ছিলাব। এৱ গৱেষণা ওদেৱ তুৰভিসংক্ষি আস্ত হৱনি বঞ্চ চক্ৰবৃক্ষি হাঁৱে বাড়তে থাকে শোষণে মাত্ৰ। তাৱা একটি প্ৰাৱন নিম্নেৰ সাৱণীতে দেখাবো ছলো :

ছক : আয়ুৰ খানেৱ আৱলেৱ বৈষম্য আচৰনেৱ সাৱণী

বিষয়	পশ্চিম পাকিস্তানেৰ খৱচেৱ হাৰ	পূৰ্ব পাকিস্তানেৰ (বাংলাদেশ) খৱচেৱ হাৰ
★ ধিভিল উন্নয়নেৱ জন্য বৈদেশিক মুদ্রা	৮০%	২০%
★ বৈদেশিক সাহায্য (আকিন সাহায্য ছাড়া)	১৬%	৮%
★ আকিন সাহায্য	৬৬%	৩৪%
★ পাকিস্তান শিল্পামূলক কৰ্পোৱেশন	৬৮%	৪৬%
★ পাকিস্তান শিল্পখণ্ড ও বিনিয়োগ	৮০%	২০%
★ শিল্পামূলক ব্যংক	৭৬%	২৪%
★ গৃহ নিৰ্মাণ :	৮৮%	১২%

পাকিস্তানীদের একুশ মরণ মূর্খী শোষন বাড়ালী থেমে নিলো না। শ্রোগানে শ্রোগানে চাঞ্চলিক বাড়ালী কাপিয়ে দিল। ফলে ভীত নড়ে গেল জালিয়-শোষ হন্দের। তারা অস্ত্র, দিয়ে দমজ করতে চাইলো বক্ষিত জনদের। জনগণও বসে রইলো না। দীত ভাঙ্গা জবাব দিল। অবশেষে পুনরায় আমরা স্বাধীন হলাম '৭১ সালে।

কিছুকাল যেতে না যেতেই, পালে উন্নয়নের হওয়া লাগতে না লাগতেই আবার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, সামাজ্যবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কিউবার সাথে বাংলাদেশের ১৯৭৩-৭৪ সালে চট বিক্রয় হয়। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে বলে তার চিন্মত কিউবার সাথে চুক্তি বাতিলের। বাংলাদেশ তথা মুক্তিয সরকার তা নাকচ করার যুক্তরাষ্ট্র নগদ টাকার কেবা থার্য বিলৈ, বাংলাদেশে প্রেরণ করে, ফলে যষ্টি হয় কৃতিম দুর্ভিক্ষ। মারা যাও তিথ হাজার ব্যথিত জন।

এভাবে সামাজ্যবাদী শক্তি আমাদেরকে ব্যবহার করছে। প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সেই পুরাতন গল - ছই ইঞ্জের কুটি ভাগভাগি নিরে বিঝাট বাগড়া। অবশেষে তারা বানয়ের দাইস্ত হলো। বানয় পালায় মাপে আর যেখানে বেশী সেখান থেকে থপাস করে খেয়ে খেয়ে সব কুটি একটু খেয়ে ফেলে। ঠিক একুশ আমাদের জাতীয় স্বার্থে সামাজ্যবাদী উপনেবিশবাদীদের আচরণ, বানয় হং আচরণ। তাত্ত্ব আমাদের দিয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে তর তর করে উপরে উঠে যায়, অবশেষে বৃক্ষাঙ্কী চুষতে চুষতে শিরালেঁক অতো “আন্দুর কল টক” বলা ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকে না।

স্বাধীনতার পর প্রায় ২১ বছর গত হয়েছে। এর স্বার্থে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি— যেমন লোক দেখানো জনসেবা, সৈক্ষণ্য সেতু, অ-প্রয়োজনীয় প্রসাশনিক ভবন, পুরাতন গ্রান্তার উপর নতুন পীচ ঢালাই, গোলাম আজম বিষয়ক বিতর্ক, স্বেরাচার পতনের অভিজ্ঞতা, গণতন্ত্রের ধিজন কেতুন, মুর হোসেনের জীবন্ত পোষ্টার, টোকায়ের আর্তনাদ, শিক্ষার্থীর হতাশা বেকারত্ব। আর পেয়েছি সর্বাধিক কাল স্বেরাচার্টিক ~~প্রোচ্ছেন~~ নৌত্রিন শাসন সামরিক শাসন, অল্পকাল গণ-তান্ত্রিক শাসনের সাথে সাথে জীবন্ত মূলক সরকার, সহস্র সংখ্যা পত্রিকা, শত সংখ্যা রাজনৈতিক দল আরও কত কি? শুধু পার্লামিনি শোষনহীন সমাজ বাবস্থা, স্বরং সম্পূর্ণ অর্থনীতি, আইনের শাসন, উন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং শৈলিক অধিকারের নিশ্চয়তা। এর চেয়ে বেশী কি আমরা স্বাধীনতা থেকে পেতে পারি?

পুনর্শ :- স্বাধীনতা মানে জাতি সত্ত্বার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিপীড়ন মুক্তি মন, বরং সামাজ্যবাদ, উপনেবিশবাদ, আধিপত্যবাদ সহ বাবতীর বহিঃ শক্তির নিগড় থেকে মুক্তির সাথে সাথে দেশোভ্যন্তরে শ্রেণী শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা করেন্ম করা। ]

“হাজার মাইলের ভ্রমন কিন্তু একটা পদক্ষেপ দিয়ে শুরু হয়”

— শিক্ষে

‘একঙ্গ’ এর প্রথম বার্ষিকীকে অভিনন্দন

# মেসাস' ডায়মণ্ড ফাইবাস'

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

কাঁচা পাট ব্যবসায়ী

গুণগতমান নিশ্চিত এবং চাষীদের ন্যায়

মূল্য প্রদানই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

“একঙ্গ” এর প্রথম বার্ষিকী সফল হক

# মেসাস' মুনলাইট ফাইবাস'

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

কাঁচা পাট ব্যবসায়ী

গুণগতমান নিশ্চিত এবং চাষীদের ন্যায়

মূল্য প্রদানই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

# আমলাত্ত্ব বিয়ে কথা

## সেলিম মাহমুদ

এদেশের সর্বজগামী যে জন্মটি, সেটি হচ্ছে আমলাত্ত্ব।

বাষ্পতি-প্রধান মণির দপ্তর, জাতীয় সংসদ, সচিবালয়, জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা-সাহিত্য-সঙ্গীত চিত্রকলা খেজাধূলা কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য-অনাথ, আশ্রম ব্যাংক-ব্যাংক টেলিভিশন-বিমান, আমলা নেই কিসে? সবখানেই আছেন মাননীয় আমলা। আর আছে আমলা সৃষ্টি আমলাত্ত্বিক জটিলতা। জটিলতার সৃষ্টি হয় আমলাত্ত্বের 'সর্ব রোগের বটিকা' মনোভাবের কারনে প্রধানত। অতিশ্রুতি ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্টিউটের ৩৬ তম সংবেদনে প্রদত্ত প্রকৌশলী এ, কে, আজাদের বক্তৃ ব্য সর্ব কুলহাপুরী আমলা চারঙ্গা ফুটে উঠেছে: সকল মনুষের, সরকারী বিভাগ, সংস্থা, কমিশন সর্বজ্ঞ রয়েছে এদের অধ্যাধ চিকিৎসের অধিকার। আজ শিক্ষা মনুষের, কাজ ব্য মনুষের পরিশুল্ক আইন মনুষের, অতঃপর সেচ অথবা অর্থ মনুষের এরা পদচ্ছ হন। এ ধরনের সর্বগুনের অধিকারী ও সর্ব বিধয়ে পারদর্শী কর্মকর্তা একমাত্র বাংলাদেশের প্রশাসনেই দেখা যায়।

অন্যদিকে ক্ষমতাচুর্য রাজনীতিকরাও আমলাদের নিয়ে কম বলেন না। কেমনো এদেশের রাজনীতিকরা থাকে স্বধ্যে ক্ষমতায় আসেন, আবার ক্ষমতা থেকে হয় চলে যাব, কির অপসারিত হন, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁরা কথনো সত্যিকারভাবে পাননি। সন্তু বা সামনদের নীতি নির্ধারনে ভূমিকা থাকলেও নির্বাহী ক্ষমতা থাকে আমলাদের হাতে। অন্তু আসে সন্তু যায়। রাজা আসে শাঙ্কা যায়। একদল ক্ষমতা হারার। আর একদল ক্ষমতা পায়। কিন্তু দর্শক সুসংগঠিত এবং শৃঙ্খলা পূর্ণ আমলারা থাকে এবং দুর্ব হয়ে আমলাত্ত্ব "কে, বি, সাঁই" তাঁর *The political System in Pakistan* এছে বলেছেন: "আমলাত্ত্বের 'ক্যাডার পদ্ধতি' তাঁর স্বধ্যে অন্য দিয়েছে দশীয়, শৃঙ্খলা ও সংহতিক যা রাজনীতি বিদের স্বধ্যে দুর্ব।" চুরাক্তরের দুর্ভিক্ষের কারনে মন্ত্রীর দুর্বাম কলক্ষু-লেপন হলেও তৎকালীন খাদ্য মনুষের আমলাদের চারিত্বিক সনদ উত্থ-ই থেকে যায়। স্বেরাচারে সময়ে যে আমলা জানবাবী ওয়াদা করেছিল, তার পতনের পর আমলা বিলুপ্তি বিচলিত না হয়ে, বিজয়ী দলের খাঁটি আহতাজন হয়ে যান। অবশেষে কাহান্তরালে স্বেরশাসকের, তাঁর কথা ঘনে করে বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া আর করা কিছুই থাকে না। শোট কথা সরকারের ব্যর্থতা রাজনৈতিক দলের পতন ঘটায়। আমলাদের ব্যর্থতা ও সরকারকে বহু করতে হয়।

আমাদের দেশে আমলাত্ত্ব এমন একটি স্পর্কিতর বিষয় যে, আমরা 'আমলাত্ত্বিক জটিলতা' নিয়ে উচ্চবাচ্য করি, কতিপয় আমলাদের নিয়ে কথা বলি, সীমিত পর্যায়ের সমালোচনা পর্যন্ত করতে

সাহস পাই, বিস্ত সিস্টেম মিরে 'টু' শব্দটি পর্যন্ত করি না। ফলে আই, সি' এস, সি, এস, পি, ই, পি, সি, এস উপযোগীদেশের সম্ভাজ জীবনে বিশেষ কৌণ্ডিন্যের অতীক হয়ে দাঢ়িয়েছে। আমলাদের নিষে নিষাই ভট্টাচার্য থেকে হাজ আমলের জয়ন্ত জোরাওয়ার পর্যন্ত গল্প উপব্যাপ বানিয়েছেন। আমলার স্তৰী নিষে প্রয়াত কবি ও সাংবাদিক আবহুম গমি হাজারীয় 'কত্তিপয় আমলার স্তৰী' প্রবাদতুলা কবিতা। গনি হাজারী বলেছেন অকপটে। "ক্ষেমরের উপত্যকায় ঘেদের আক্রমণ/উদরের ফীভি/চিকুকের দ্বিতীয়/স্তম্ভের অস্থাস্থ্য শংকিত/হে প্রভু আমলা চর্চির মসোলিরমে হাঁসফাস/আমরা কত্তিপয় স্তৰী কিস্ত 'আমলাতন্ত্র' অধ্যায়টি একমাত্র অনুসন্ধিৎসু গবেষক, প্রবীণ রাজনীতিক এবং প্রবীণ সাংবাদিকের কলমে 'ওয়ান টাইম হাউজের' রাখে আসে।"

আমলাদের উভয় থেকেই আমলাতন্ত্রের বিকাশ। এবং এর শুরু ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন শোষণ থেকে। একটি পেছনের দিকে তাকানো বাক।" শহীদের আইন শৃঙ্খলা স্বকার জন্য প্রেসিডেন্সি কাউন্সিলের নির্দেশ ১৭০৪ সালে কলকাতার অন্য সর্ব প্রথম এ দেশীয় একজন কোড়োয়াল, ৪৫জন কনস্টেবল, ২জন আসবন্দার এবং ২০ জন চৌকিদার নিযুক্ত হয়। সে বছরেই একটা আদালত ইংরেজরা স্থাপন করে। প্রজাস্বত্ত্বের ভিত্তিতে কলকাতার অধি ইংরেজেরা বিলি করত। তাদের কালেক্টরকে সাহায্য করতে হানীয় অধিবাসীদের সহজারী হিসেবে নির্যোগ করা হত। এদের স্বামীত র্যাক কালেক্টর। ইংরেজ বনিকরা এদেশের আইন বাস্তু জানত না। তাই তারা কালেক্টরদের ওপরেই বিচারের ভাব ছেড়ে দিত। প্রজাপীড়ন ও যথেচ্ছাচারিতায় তাদের জুড়িছিল আ। তারা কোম্পানীর প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে নিজের দক্ষিণ প্রজা ও ব্যবসায়ীদের শোষণ করে অচেল বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়।" (কোলকাতা তিন শতক কৃষ্ণধর/পৃঃ ৬ ও ৮)।

## “এবঙ্গ” এর প্রকাশনাকে অভিনন্দন অজন্তা কালার ট্রাইও

( কঠাশিয়াল ফটোগ্রাফার্স )

এখানে যাবতীয় ফিল্ম পেপার ও মেডেসিন পাওয়া যায়। জরুরী  
ভিত্তিতে উভয় রূপে রঙীণ ও সাদা কালো ছবি সরবরাহ করা  
হয়।

মেইন স্ট্রোড, মুকোগাছা অয়মনসিংহ।

সবৱের বিষ্টনে আমলাত্তের ধরণ ধারণ পাণ্টালেক, যে শ্রেণী স্বার্থে আমলাত্তের উৎপত্তি হয়েছিল, আগকের আমলাত্তে সে উন্নয়ন চাই-ই বহন করে চলেছে। দুবং তাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ও প্ৰভাৱ কৃতা ক্ৰমধৰ্মীন। “The state in the post colonial Societies” - এ হামজা আলত্তি বলেছেন: “নিয়ন্ত্ৰণ, আধিপত্য ও সম্পদ স্থানান্তরের উপনিবেশিক প্ৰয়োজনে যে আমলাত্তের সৃষ্টি হয়েছিল, রাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠানগুলোৱ তুলনায় সেটি ‘বেশি বিকশিত’ ছিল এবং এৱ কলে শুল্ক থেকেই ১৯৪৭ সালে, রাজনৈতিক এলিটদেৱ ওপৰ আমলাদেৱ একটি স্পষ্ট সুবিধা ছিল।”

বহু কৱেক অংগে প্ৰচাৰিত বিবিসি র এক প্ৰভাতী অনুষ্ঠানেৱ আবা বৃটনেৱ আমলাত্তে নিৱে  
যে মন্তব্য কৱা হয়েছিল, তা এৱকম: “খোদ বৃটনেও আমলায়া বাঙালৈৱ বাৰবনিতাদেৱ ঘতোই  
বিজয়ী দলেৱ সৰ্বৰ্থনে চলে যায়।” অৰ্থাৎ বৃটিশ আমলাত্তে সব সৱকাৰেৱ সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।  
আমলাত্তেৱ স্বৰ্গৱাজ্য বৃটনেৱ স্বনাম ধৰ্ণ প্ৰধানমন্ত্ৰী উইলসন কৃতাহোহনেৱ অব্যবহিত পয়ে তাৰ  
লচিব আমলাকে ডেকে শৰ্মিক দলীয় কৰ্মসূচী কৰতে বললে কৱিতকৰ্ম। আমলা সঙ্গে সঙ্গেই তা  
বেৱ কৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতে তুলে দেন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশ্বয়েৱ ঘোৱ কাটতে না কাটতেই তাৰ  
আমলা রক্ষণশীল দলেৱও একটি কৰ্মসূচী দেখান, যা রক্ষণশীল দল কৃতায় এলে বাবহাৱ কৱা বেড়।

শুধুমাত্ৰ রাজনীতিবিদদেৱ দীৰ্ঘ মেৰাদী শাসন কৃতা, সততা এং দুৱদশিতাই আমলাত্তেৱ  
শাসন কৃতাকে হ্রাস কৱতে পাবে। রাজনীতিবিদৱা কৱে সচেষ্ট হবেন?

★—★—★



“এৰঙ” এৱ প্ৰথম বার্ষিকী’ৰ সাফল্য কামনা কৱি

## শুভ বন্ধোবস্তু

পৰিত্র উদ্দে, পূজাৱ, বিধাৰে ও উৎসবে  
শাঢ়ী, লুঙ্গি, শাটিং-শুটিং এৱ বিশ্বন্ত প্ৰতিষ্ঠান।

মহারাজা রোড, মুক্তগাছা।

# বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি

## মাহবুবা খাতুন স্বপ্না

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোন দেশকে উন্নত করতে হলে চাই সাধিক কৃষি উন্নয়ন, কৃষি তত্ত্বাবধান এবং উভয় কৃষি ব্যবস্থাগন। বর্তমান বাংলাদেশ এর প্রেক্ষাপটে কৃষি আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার কৃষি কি এবং এর বৈশিষ্ট্য কি?

কৃষির শাব্দিক সত্তা হিসেবে বলা যায় যে, উত্তর পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে কৃষি উৎপাদন করে আধুনিক কৃষির আলোকে বলা যায় কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোকে উত্তর প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে ফসলের সুষ্ঠ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজ্ঞাতকৰন কৃষি বিপন্ন প্রভৃতিকে দ্বারা।

যদিও বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ তথাপি এর অগ্রন্ত কৃষি ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্যসহ বাস্তব চিত্র প্রদর্শ হলঃ -

প্রথমতঃ - পুরাতন গৃহিতিতে চাষাবাদ এতে দেখা যাচ্ছে যে উন্নত কৃষি ঘট্টপাতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার কাছে আমাদের কৃষক সমাজ অপরিচিত। যার ফলে উৎপাদনের ব্যর্থতা দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ - তুমিহীন কৃষক এবং স্বল্প পরিসর জমি এবং ধনী কৃষক শ্রেণীর শোষণ। কলে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ তুমিহীন কৃষক চাষাবাদ থেকে বঞ্চিত, এবং সম্পদ পরিসর জমিতে অস্ত তারা 'উন্নত' যন্ত্ৰাভিন মাধ্যমে চাষাবাদ করতে ব্যর্থ। তাছাড়াও রান্নারে সরকারী সম্পদের সুষ্ঠু ভোগের ক্ষেত্রে অযোজিত।

তৃতীয়তঃ - স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, পতিত জমি, আকৃতির শক্তির উপর নির্ভৱশীলতাও কৃষির চরম অস্তরায়। তাছাড়া পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা, আধুনিক কৃষি যন্ত্ৰপাতির মাধ্যমে ভূমি কটন উন্নত, দীজ, সার, কৌটনাশক ঔষধ প্রভৃতির নিশ্চয়ত র অস্ত স্বল্প উৎপাদন হচ্ছে। তাছাড়া দেখা যায় যে বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৫% লক্ষ একর জমি চাষের অনুপযুক্ত। এছাড়া দেখা যায় যে, প্রয়োজনীয় কৃষি খণ্ড এর প্রলাপ কৃষি পুঁজির ভাব, আমাদের নিরুক্ততা দিন দিন কৃষিকে অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়াও দেখা যায় এদেশের পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের ধনী শ্রেণীর শোকেস্ত শোষণ কলে কৃষক সমাজ এভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষিকে উন্নয়ন এর লক্ষ্যে আমাদের কৃষি শোকের একত্রীকৃত পর্যাপ্ত কৃষি খণ্ড, পূর্বৰ্তী খণ্ড মণ্ডুক, কৃষি পন্থের সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তার বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারণ বিভাগ স্থাপন, বৈজ্ঞানিক গৃহিতিতে চাষাবাদ, কৃষি বিদ্যের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং প্রশিক্ষণ এবং গণ মাধ্যমে আচার কার্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারি পারি বাংলাদেশকে কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পৃথিবীর আনচিত্রে তুলে ধরতে -।

“এবঙ্গ” এর সফলতা কামনা করি

মেমোস্

মুক্তাগাছা ফিলিং ষ্টেশন

রিবেশক-মেষনা পেট্রোলিয়াম লিঃ

ডিজেল ও সর্ব প্রকার লুব্রিকেণ্টস বিক্রেতা।

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

“এবঙ্গ” এর প্রথম বাণিকী প্রকাশনা সফল হোক  
একতা বৰীক ফিল্ড

ইট প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা  
যোগাযোগ করুন - জননী লাইভেরী  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

# অতি ধ্রাকৃত হড়া

স্বপন ধর

গা ছম ছম, গা ছম ছম  
উল্টো ভুতের পারা  
দিন ফুড়ের ভুতের বাবা  
কাল গিরেছে মারা ।

গা ছম ছম, গা ছম ছম  
উল্টো ভুতের পারা

॥ ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ  
যার ছিলোনা সাধ্য  
কেউবা খেলো লাঞ্জ  
যখন যে পায় চাঞ্জ

॥ ডাকলো তারা জোরেছে হেঁকে  
ভূত তাড়াবে সর্বে থেকে  
তারই ভেতন ভূতঙ্গে  
সর্বে গোলায় ভূত নাকি তাই  
বসতো এবং উঠতো ।

॥ গা ছম ছম, গা ছম ছম  
উল্টো ভুতের পারা  
মাদী ভূতে খেমটা মাচে  
মদী ভূতের বাড়া ।

॥ ভুতের ছা বেরিয়ে যা  
শুনতে পেলাম, দিচ্ছে-জা  
কিন্ত এখন তাড়াচ্ছি  
পায়ের চাপে মার্বাচ্ছি  
শুনেই চৰকে দাঢ়াচ্ছি

॥ ব্যাপার কি ভাই, ব্যাপার কি ?  
পেঁচী-ভূত-ভূতের বি  
অর্থ-কি ?  
আঘা—

শহুর বন্দুর খুঁজতে খুঁজতে  
শায়নি আজও পাতা

॥ দেখতে এবং খুঁজতে বিছেই, কম্ব হলো সারা  
গা ছম ছম, গা ছম ছম  
উল্টো ভুতের পারা ।

# সততা অঞ্জেল মিলের পক্ষ থেকে ‘এবঙ্গ’ এর প্রকাশনাকে অভিনন্দন



## মের্সা সততা অঞ্জেল মিলস

আটানী বাজার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

এখানে মিলের ধাঁটি সরিষার তৈল পাওয়া যায়।

আটানী বাজার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

“এবঙ্গ”কে শুভেচ্ছা

## সরকার মেডিক্যাল হল

এলোপ্যাথিক গ্রন্থাবিক্রেতা।

মহারাজা রোড, মুক্তাগাছা।

# অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাংলাদেশ

Economic Development and Bangladesh.

## মোঃ মাহেবুবুল আলম (করছান্দ)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি? (What is Economic Development)? অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আলোচনা করার পূর্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে আস্তরা কি বুঝি—তা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

অর্থনৈতিক উইলিয়ামস (Willaims) এবং ব্যাটিক বলেন, “দীর্ঘ সময় ধ্যাপী কোন দেশ বা অঞ্চলের মাধ্যাপিছু উৎপাদন ও সেবার অব্যাহত বৃক্ষিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন।”

অধ্যাপক স্নাইডার মনে করেন, “দীর্ঘ মেরাদে মাধ্যাপিছু উৎপাদন বৃক্ষিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন।”

সংক্ষেপে বলা যায়, “অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া বা চলনশীল গতি যার দ্বারা দীর্ঘ কালের মেরাদে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত জাতীয় আয় বৃক্ষি পাওয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ার সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হয় এবং সমাজে নতুনত্বের গতিবেগ সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশের উৎপাদন বৃক্ষি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার অগ্রগতি, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রয়োগ, দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসারতা, সামাজিক অন্তর্স্বতা হাস এবং সম্পদের অথাবথ ব্যবহার প্রভৃতি ঘটে থাকে।”

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত সমূহ (Pre-requisites of Economic Development) যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রতিপয় উপাদান বা শর্তের উপর নির্ভরশীল। দেশ ও সময় স্তোরণে শর্তগুলির বিভিন্নতা থাকলেও উন্নয়নের পক্ষাতে সাধারণ শর্তগুলি সব দেশেই প্রযোজ্য। আর্থার লুইস, ম্যাগনার নার্কস প্রমুখ অর্থনৈতিকবিদগণ মনে করেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন একদিকে যেমন আকৃতিক সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত হয় অন্যদিকে তেমনি তা মানবিক সম্পদের পরিবাসগত ও গুণগত সামগ্রে উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিকাপকগুলিকে শোটানুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়—অর্থনৈতিক নিরূপক এবং অঅর্থনৈতিক নিরূপক। মিচে তা আলোচিত হল:

১) প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources): অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ মৌলিকভাবে প্রয়োজন। উক্তর জরি অনুকূল আবহাওয়া ও বৃষ্টিগত, নদ-মদী, বনজ ও খনিজ সম্পদ প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দ্বারায়িত করে।

নিজের ক্ষমতার প্রতি যার বিশ্বাস আছে, সে কখনো পরাত্মত ছয় না।

— টমাস হবি

- ১) জন সংখ্যা (Population) : প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত জনসংখ্যা, জনশক্তির দক্ষতা ও গুণপ্রদান প্রভৃতি বিষয় গুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভাবে সহায়ক।
- ২) মূলধন গঠন (Capital Formation) : মূলধন উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি ও উন্নত কলা কৌশলের সৃষ্টি করে। মূলধন গঠনের হার বেশী হলে বৃহদায়তন উৎপাদন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের স্রষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয়।
- ৩) অব বিভাগ ও বিশেষীকৃতি (Division of Labour and Specialisation) : অমরিজাত ও বিশেষীকৃতনের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দ্রব্যের ধার্জার বিস্তৃত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অমরিজাত বিভাগ, বিশেষীকৃত মাত্রার উপর নির্ভরশীল।
- ৪) প্রযুক্তি উন্নতি (Technological Progress) : উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। সুতরাং সমাজে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত উন্নতির উপর উন্নয়নের হার নির্ভরশীল।
- ৫) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (Political Stability) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যকৰ ও সরকারী নীতি সহজেই বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা, সক্র উদ্যোগস্থী, শিক্ষার ব্যাপকতা, সামাজিক ও ধর্মীয় পথে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সমূহ (Obstacles in the way of Economics Development)

- ১) দারিদ্র্যের ছষ্টচক্র : সীমাবদ্ধ দারিদ্র্যের জন্য আবাদের দেশে আয়তর মৌচু কলে সঞ্চয় কর। সকলের সীমাবদ্ধতার জন্য মূলধন গঠনের হার স্বল্প ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।
- ২) জনসংখ্যাধিক্য : জনসংখ্যার বিফোরণ খাদ্যাভাব, বেকারত, মাথাপিছু উৎপাদনের নিম্নমান ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বাধা উন্নয়নকে ব্যাহত করে।
- ৩) প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার : প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণতার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যাহত হচ্ছে বা উন্নয়নের পথে অন্তর্ভুক্ত।

## “এবঙ্গ”কে শুভেচ্ছা ঘন্মুণ্ডা ইলেকট্রনিক্স

এখানে যাবতীয় ঘড়ি, টেপলেক্টার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স  
সামগ্রী বিক্রয় করা হয়।

মহারাজা রোড, মুকাবালা।

- ৪। অসম জনশক্তি : অধিক জনসংখ্যার এদেশে জনসংখ্যার গুরুত্ব মান নিম্ন। ফলে দক্ষ জনশক্তি ও সুস্থ ব্যবস্থাপনার অভাব দেখা দেয়।
- ৫। অমুমত কৃষি ব্যবস্থা : কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সহেও আমাদের কৃষি ব্যবস্থা অমুমত ও গতিহীন উন্নয়নের জন্য মূলধন ঘোগানের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিকূল বিষয়।
- ৬। ইাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : অন্যান্য অমুমত দেশের মত বাংলাদেশও ইাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় আকৃষ্ণ এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্থিরতায় আকৃষ্ণ হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা হুর করার উপায় ( Means to Remove Obstacle, Economic Development ) : অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হুর করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- ১) স্থানীয় বৃক্ষ, উৎপাদনের হার বৃক্ষ ও কচ্ছত সাধনের মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বৃক্ষ ও মূলধন সৃষ্টি করতে হবে।
- ২। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নয়নের হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃক্ষের হার কমাতে হবে।
- ৩। যথাযথ উৎপাদন কৌশলের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪। সাধারণ ও কার্যবিন্দু শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।
- ৫। উন্নয়নসূর্যী সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক হারে শিক্ষিত জনশক্তি বাড়াতে হবে।
- ৬। উৎপাদনের উপাদানের গতিশীলতা বৃক্ষের জন্য পরিবহন ও ঘোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রয়োজন।
- ৭। সর্বোপরি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে ইাজনৈতিক শিক্ষিলতা বজায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে বিশ্বের দরবারে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করায় পূর্বশর্ত হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সুষ্ঠ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় তথা সরকারী হস্তক্ষেপের পাঞ্চাপাশি বেস্তুকারী উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন।



**“একড়” এর সাফল্য কামনা করি**

## **সংগীতা ষ্টুডিও**

**এখানে সাদা-কালো ও রঙীণ ছবি তোলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।**

**প্রোঃ—স্বপন কুমার দাস**

**মেইন রোড, মুকাবা, ময়মনসিংহ।**

# ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହାର ଡିପରାଜୀ

□ଆଲୀ ଇଦିସ

ରାତ ନ'ଟାର ଶ୍ରଦ୍ଧତ ସବର୍ଟା ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲ କ୍ୟାମ୍ପାସେ । ଆଗାମୀକାଳ ସକାଳ ସାତଟାର ମଧ୍ୟେ  
ହଲ ଛାଡ଼ିବା ହବେ । ଏକ ସଟା ଆଗେଓ ଆମରା ଡୁବେଛିଲାମ ଅଫୁର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ାର ଭେତର । ତଥନ ଭୂଲ କରେଓ  
କେଉ ଭାବିନି ଏକ ସଟା ପରେ କି ହୁଃସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବେ ଆମାମେର ଜମ୍ବେ । ସାହା କ୍ୟାମ୍ପାସେ ଡିଶେଷରେଇ  
ବନ କୁଯାଶା । ରାତର ମାଥେ ପାନ୍ନା ଦିରେ ପୁରା ହିଚିଲ କୁଯାଶାର ଆସ୍ତରନ । ତାର ଇଧ୍ୟ ଶୋଗାନେ  
ମିଛିଲେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଁ ଓଠେ ସୁମ ହୁମ ରାତରେ କ୍ୟାମ୍ପାସ । ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଛାନ୍ତ ସମାଜ  
ମାନବେଳା ମାନବେଳା । ସର୍ବାର ଫଳାର ମତୋ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ମିଛିଲ ଶାହଜାଲାଲ ଥିକେ ବେଶିଯେ ଯେତେ ଥାକେ  
ଆଲାଗାଗଲେଇ ଦିକେ । ସୋହିଲାଗ୍ନୀର ବଲସିତ ମିଛିଲଟା ଉଠେ ଯାଇ ଆମାନଙ୍କେର ଚାନ୍ଦିଲାଯ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ  
ହଲେଇ ମିଛିଲଗୁଲୋ କ୍ରମଗ୍ରହ ତୌର ଶୀତ ଆର ହିମେଲ ବାପଟା ଉପେକ୍ଷା କରେ ଜଡ଼େ ହତେ ଶୁରୁ କରେ ସୋହିଲାଗ୍ନୀର  
ମୋଡେ । କେଉ ଯେନ ଭୂଲ କରେ ବାରଙ୍ଦେର କୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲାଇ ଏଇ କାଠି ମେରେ ଦିରେଛେ । ପ୍ରତିବାଦେ  
ବିଜ୍ଞାହେ ଫେଟେ ପଡ଼ିବେ ମୁଣ୍ଡବନ୍ଦ ସଂଗ୍ରାମେର ହାତ ।

ଉତ୍ତୋଳିତ ଏମବ ହାତ ମାନେନା ପରାଭବ । ହାର ନା ମାନା ତାଙ୍କନ୍ତେର ଏହି ସ୍ପର୍ଶିତ ଅହଂକାରେ ପୁଢ଼େ  
ବାବେ ସାବତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ସବ ଅମୁଲ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପାସ । ଚାରିଦିକେ ଏଲୋପାଥାଡ଼ୀ ଛୁଟାଛୁଟି ସଟନାମ ଆକ୍ଷିକ-  
ତାର ଦୋକାନେର ମାଲିକେହାଓ ହଜ୍ଜତମ୍ । ତାଦେଇ ସଂଗୃହୀତ ଚୁକ୍ଳ ମାଥାନେ ଆଧା ପାକା କଲା, ପ୍ରଥିବୀର  
ସବଚେରେ ଛୋଟ ସାଇଜେର ମୁଦ୍ରାଗୀର ଆଣୀ ଏବଂ ମାନେର ଦିକ ଥେବେ ଆର ନୀଚେ ନେଇ, ଏମମ ସବ ପାଟକୁଟିରେ  
ଆଶୁ ତୁଟିଟାଇ ତାଦେର ବେଶୀ କରେ ପୀଡ଼ିତ କରେ ।

କେଉ କାପଡ଼ ଦିରେଛେ ଲଗୁିତେ । କୁମେ ନା ପେଣେ କାରୋ ମାନୀ ଅର୍ଡାର ବିଲି ନା କରେଇ କିନ୍ତୁ ଗେଛେ  
ତାକ ପିଯନ କମଳ ଦା” । ଲାଇବ୍ରେଣୀ ଏୟାକଟା ପ୍ରାୟ ଗୁଛିଯେ ଏନେହେ କେଉ କେଉ । ରାତ ପୋଯାଲେଇ  
କାରୋ ଛିଲ ଟିଉଟୋହିଯାଳ ପରିକ୍ଷା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟାଯାଓ ଲେଡ଼ିସ ହଲେଇ ଗେଟିଟ ବନ୍ଦ ହରାର ଆଗେ ଯେ ମାନୁଷଟି  
ତାର ପ୍ରିୟତମେର କଣ୍ଠରେ ଏକଟୁ ଚମୁ ଦିତେ ଚର୍ଚେଓ ଦେଇନି, ତାକେ ସକାଳ ସାତଟାର ମଧ୍ୟେ ହଲ ଛେଡେ  
ଯେତେ ଛଥେ ଅମିନ୍ଦିଷ୍ଟ କାଲେଇ ନାହେ ।

“ତୁମି ଯା ଶିଖିଲେ, ତା ସଦି ତୋମାର ବାନ୍ତର ଜୀବନେ ରୂପାଯିତ କରିତେ  
ନା ପାରିଲେ ତବେ ତୁମି ମନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ବୋକା ।”

- ଶେଖ ସାଦୀ ।

বাস্তু, গুঞ্জরন আৰু জুকুলি কুশল বিমিময় হচ্ছে চলমান মুর্তিৰ মতো। ক্যাম্পাসেৱ সবচেয়ে উচ্চল প্ৰান্বস্তু হেলেটি, যে আজ বিকেলেও ভি, সি হিলে গিয়েছিল, তাকে ঘিৱে এখন বিষাদেৱ নৌল নঞ্চা খেলা কৰে। মাসেৱ পনৱ তাৰিখ যেতেই টাকা থাকেনা অমেৰিকা। ডাইনিং কিংবা শাহ আলমেৱ দোকানে বাকী থেয়ে চলে মাসেৱ অন্যদিনগুলো। সিগাৰেট থেকে ডুতো বুকশ পৰ্যন্ত চলে ঐ বাকীৱ থাতাটুকে। কাল সকালে সেই হেলে পা বাঢ়াবে কোন গন্ধব্যোৱ নামে।

হলেৱ টেলিফোনে ভৌড় কমেনা কথনোই। আৱ হিপদেৱ মুহূৰ্তে রিসিভাৱ হাতে পাওয়াৱ লহজ অৰ্থ ব্যক্তিটি খুব ভাগ্যবান। কুহীন অতোটা ভাগ্যবান নয় বলে আপাততঃ সে কৱেকটা পলিথিনেৱ ব্যাগ এবং কিছু রশিকেনা জুকুলি বিবেচনা কৰে রাস্তাৱ নামে কিন্তু ভাগ্যেৱ আৱ পাঁচে কুহীন ক্যাম্পাসেৱ এতিহ্যবাহী সব দোকানগুলো তন্ম কৱেও একটা পলিথিনেৱ টুকৰো জোগাড় কৱতে পাৱেন। অনেকবাৱ ইললীভে অভিজ্ঞনৱা ঘোষনা পাবাৱ সাথে সাথেই বই পত্ৰ গাটৰী পেটৱা বাঁধা শুল্ক কৱেছে, ফলে সোকানেৱ সকল রশিদু সেই সংক্ষা বেলাতেই চলে গেছে কুমে কুমে।

হল লীভেৱ ৰোষণাৱ সবাই কেমন যেন দ্যক্তিকেন্দ্ৰিক হয়ে থায়। আসলে প্ৰতিটি সামুষই ৰৌলিক ভাবে নিঃসঙ্গ এবং স্বার্থপৰ, এমন একটা দীৰ্ঘনিক ভাবনা কুহীনকে কষ্ট দেয়। খুব একা সাপে ওৱ। আন্বস্তু বন্ধুৱা সব কোথাও লুকিয়ে গেলো। একটা সিগাৰেটকে আদৰ দিতে খুব ধীৱ পাৱে মন্টুৱ হলে থায় কুহীন। কুসে একমন জনেৱ একটা কালো তা঳া ঝুলছে—তাৱ মামে বন্টুকে পাওয়া যাবেন। কালো তা঳া সাথাৱ কৱেৱ সামনে বৱা গোলাপেৱ কাৰ্পেট। তাৱ উপৱ পা কেলে দোকালাৱ দিকে প্ৰথমে দীপু এবং পৱে মিজানেৱ উদ্দেশ্যে অনেকগুলো গালি মেশানো। ডাক ছুঁড়ে দিলেও আপাততঃ তাৱ আকাশেৱ দিকে ফিলিয়ে থায়। বিনাকাৱমে সাজাদেৱ মা দেখা বোনকে একটা বিস্তি, এবং নজুকলেৱ পাছায় একটা লাখিথ মাৰতে ইচ্ছে কৱে কুহীনেৱ।

সোহৱাৎয়াদীৱ গেইটে এসে সংক্ষ কৱাৱ মতো একটা দিবয় চোখে পড়ে। প্ৰয়োজনীয় ক্রত ছুটে যাচ্ছে পশ্চিমদিক। এই হঠাৎ ৰোষনা তাৰেৱ বাড়তি দায়িত্ব এমে দিয়েছে প্ৰিন্জনদেৱ সাথে দেখা কৰাৱ। সুজৱাং রাত্তেৱ শুহৰ্তৱা আয়াৰ্বী আলোৱ নামে তাৰেৱ নিয়ে যাচ্ছে লেডিস হলেৱ দিকে। সোহৱাৎয়াদীৱ মোড় থেকে সোজা পশ্চিমে হেঁটে শহীদ মিনাৱ বাবে ফেলে একে বাবে বুবুদেৱ গেইটে যেয়ে থাকে কুহীনেৱ পা। এই ছৰ্ঘোগেৱ দিনে চাঁদনীতো সম্পূৰ্ণ তাৱই, তবু একটা অকাৰণ দোলাচল তাকে পিছু টালে।

“এবঙ্গ” কে জানাই অভিনন্দন  
**মেসাম জুনী অয়েল মিল**  
 খাঁটি সৱিবাৱ তৈলেৱ বিশ্বস্ত প্ৰতিষ্ঠান।  
 বড়হিস্য। বাজাৱ মুকুগাছা, মৱনসিংহ।

চাঁদনীর কমে খবর পাইয়ে সীজনের সবচে' বেশী শীত অন্তর্ভুক্ত করে রাখীন। হল ছেড়ে যাবার এবে চাঁদনী কি খুশী। চাঁদনী কি তাদের অন্তর্গত সম্পর্কের বিষয়ে ভাবছে কিছু? ডার্সিটির শেষ দিনগুলো মোটেও ভালো কাটছিলোনা—যেন কোন ক্ষম দেবতা অজানা আক্রোশে বায়িরে দিতো রাখীনের সকল গোলাপ। হলের যন্ত্রনাময় ভৌগুণ থেকে গালাবার একটা সঙ্গত অজ্ঞাত পেয়ে তার জ্ঞা বৃদ্ধি হবারই কথা ছিল, কিন্তু ছেড়ে যাবার প্রশ্নে কেন যে এতো খানাপ লাগা।

বীভূতের কাঁপুনীতে ভাবনা এগুতে চাইন। হাড় কামড়নো শীতে আরো বেঁটে হয়ে যাচ্ছে রাখীন মাটা ফেরের চশমাটা বুঝি খুলেই পড়ে। রাস্তার হলুদ বাতিল আলোয় রাখীনের অসংখ্য ব্রহ্মের মাটাকুটি এবং দাঢ়ির গর্ত অন্তর্ভুক্ত ব্যুঝনা পাই। ওর নীচের ঠোঁটে জমে থাকা সার্বক্ষণিক রাঙ্গাত আচাটাও এখন বড়ই যান আর মুর্দু। হল লীভের কাহান শুন। মাত্র ক্ষম থেকে বেরিয়েছে সে। নীরক্ষণেও আর ফেরা হয়নি রাখে। ফলে হিম শীতল কুয়াশা শব্দীরে কিমীচের পোচ বসালেও একটা মাঝ স্বারেটার ছাড়া শীত আটকাবার মতো আর কোন শোকম অন্ত নেই তার কাছে।

চাঁদনী এলো। আর শীতটা আরেকটু ঝাঁকিয়ে বসলো রাখীনের খরীরে। চাঁদনীদের খোয়া-ভুর লোহার গুরাদের বাইরে দাঢ়িরে রাখীন। ভিতর থেকে বুক বরাবর দাঢ়িরে আছে চাঁদনী। আত বলেই যাবো কলাসিব্ল। নতুন। তারা এতো কাছাকাছি হত্তো যে, তাদের দুর্জনের মধ্যে পড়ে একটা পিপড়াও পিষে যেতো □ □ □। রাখীন কাঁপছে শীতে, অন্যদিকে চাঁদনীর শব্দীরে যেন নাটুগীর সকল গুরু কাপড়। গোলাপী কার্ডিগামের সাথে নীল জ্বরের গাউন, তার নীচে খুঁটি-নাটি ইহ আরো চার প্রস্ত। অসাধন সংক্রান্ত সব কিছুর ষথেপযুক্ত ব্যবহার করেছে ঘোর বিপদের ক্ষণেও; কলাতী খবর পেরে চাঁদনী পঁচতলা থেকে নামেনি ভুল করে রাখীন সেগুল পরে সে কি আগে থেকেই পারফিউম পরেছিল? শেয়েরা কি শেয়েদের সাথে কোন রকম প্রেমে পড়ে? পারস্পরিক কর দেবাদেখি করে? রাখীনকে একবার একটা মেয়ে এতো মার্কা ছবি দিলৈ ফিক করে হেসে ফেরেছিল—হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেম। রাখীন প্রাসঙ্গিক বাস্তবতা ভুলে চাঁদনীর আতাল মুক্তি গুলোর মধ্যে ডুবে যেতে চাই। দাঁতে দাঁত চেপে রাখীন কি একথাই বলে “এই দুর্দান্ত শীতে আমাকে উত্তাপ দাও চাঁদনী। আমি তাকাবোনা তোমার স্পন্দিত মাংসের ফেঁটাই।” অন্তবে রাখীন গোলাপী কার্ডিগামের ভিতরে ঢুকে যাই। সাদা উষ্ণতা আলতো করে জমে আছে ওখানে।

“এবঙ্গ” কে শুভেচ্ছা।

## রঘ্যাল মেডিকেল হল

সকল প্রকার এলোপ্যাথিক ঔষধ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

মহারাজা রোড, মুক্তাগাছ।

କୁହିନ ଅତିଶ୍ୟାମ ଭୁବେ ଯାବେ, ଚାନ୍ଦନୀ କି ନିଃଖାସେର ଭାବୀ ବୁଝଲୋ ?

ମହୋ ନେଶାର ଅଞ୍ଜନ କେଟେ ଯାଯି ଚୋଥ ଥେବେ । ମୁର ବାଜେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକମ । ଅଗ୍ନ ଚିତ୍ତମ୍ୟେର ଚାନ୍ଦନୀ ମାନ୍ୟ ଥେବେ ପ୍ରଥମେ ଏକତାଳ ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଆରୋ ପରେ ଏକଟା କୃତ୍ତିମ ରୋବଟେ ପରିଣିତ ହୁଏ । ଦମ ଦେଇବା ସମ୍ମ ପୁତୁଲେର ମତୋ, ଏହି ପରିହିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅଭୁପୋଷ୍ୟୀ ନାତିଦୀର୍ଘ ଏକ ଭାବନ ବାଢ଼େ ଚାନ୍ଦନୀ । ଏତେ ଯେ ଉଦେଇ ମୁଖ୍ୟମ୍ ଟେଟାଲକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିତେ ଯେବେ ହାଜାରୋ କୁହିନକେ ଛୋଟ କରା ହୁଏ, ସମ୍ଭବତଃ ଚାନ୍ଦନୀ ଖେଳାଳ କରେନା । ତାଙ୍କ ଅବାକ କରା ଭାବନେ କୁହିନର ଆଥାର ଗନ୍ଧନେ ଆଗ୍ରହ ଘଲେ ଉଠେ । ଆଜ ଏ କୋଣ ଚାନ୍ଦନୀର ମୁଖ୍ୟମ୍ ଥିଲା । ଚାନ୍ଦନୀର ଭାବଥାନା ଏମନ, ଯେବେ ବାଇହେ କିଛୁଇ ହୟନି । ଏତୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମିଛିଲ, ମିଟିଂ ଶ୍ରୋଗାନ, ଇନ୍ଡ୍ର, ସ୍ପାଧିତ ଯୌବନେର ସକଳ ଆସ୍ତୋଜନ ଓର କାହେ ଅର୍ଥହୀନ । ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶେ କୋଣ ଅବେ ଏକଜନ ମୁର ହୋଇଥିଲେ ବୁକ ପେତେ ଦେଇ ବୁଲେଟ ଟେକାତେ, ଏସବ ବିବରେ ଚାନ୍ଦନୀରେ କୋଣ ଆଗ୍ରହ ନେଇ । କିଂବା ଏକଜନ ବନ୍ଦୁନିଆ ମାରୀ ଗେଲେ କିଇବା କରି, ସାମନ୍ତ ନିଜନୀର ଏସବ ମା ବୁବାରାଇ କଥା । କୁହିନର ମଧ୍ୟେ ଆରେକ କୁହିନ ଜେଗେ ଉଠେ । ନତୁନ କୁହିନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆଗାମୀ କାଲେର ସକାଳଟାଇ ଆଲାଦା ଭାବେ ଶୁଭ ହତେ ପାରେ, ପୁରାନୋ ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭେଜେ । ତୁହି ଧରଣେର ବେଚେ ଥାକାଇ ଯଦେ ଏକଇ ରକମ ଶୁର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟ କେମନ କରେ ହୁଏ ।

ଜ୍ଞାନଗତ ଭାବେଇ ତୋ ଚାନ୍ଦନୀ ଏଗିରେ ଆହେ ଏକଶୋ ବହୁ । ଅଗ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମୋଟାମୁଟି ଏକ ହଳେର ଅନ୍ୟଦେଇ ମତୋ ଅଥେଇ ତାର ମୁକ୍ତକାର ହୟନି ଆତ୍ମକୁଳ କିଂବା ମରାମରି ପୃଥିବୀର ଆଶୋ ବାତାସେଇ । ଜ୍ଞାନ୍ୟ ଥେବେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତର ଚାନ୍ଦନୀ ଏକଟା ମୁଖ୍ୟ କାଚେର ବାଜେ ଚୁକେଛିଲ । ସେଥାର ଥେବେ ଏକଟାମା ସାତଦିନ କୃତ୍ତିମ ଅଭିଜ୍ଞନ ଥେଯେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପର୍ବଦେହଙ୍କଣେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଛିଲ, କାଚେର ସାଙ୍ଗ ଲେଜେ ବାଇରେ ବେଙ୍ଗରେ କି-ମା । ପୃଥିବୀ ସକଳ ସାହୁନ୍ୟ ବୈତବେର ଆଗାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଯେ ଚାନ୍ଦନୀକେ ବାଇରେ ଆନେ । ଧର୍ମ ହୁମ, ପାଖି, ଚାନ୍ଦନୀ ।

କୁହିନର ଅମ କେଛାଯା କୋଣ 'ଡ୍ରାମାଟିକ ଏଲିମେନ୍ଟସ' ମେଇ । ଫୋର୍ମ ଧାଇ ନିଜାନ୍ତ ଅମିଛା ମହେଇ ଯେବେ ଟେନେ ହିଁଚଢେ ବେବେ କରଲେ । ଏ ସମୟର ଧାତୀର ମୁଖ ଭଙ୍ଗିଛି ଯଦି ଦେଖତେ ପେତୋ ସେ,

## କୁପାମ୍ବଲ

ମେଇନ ଝୋଡ, ବଡ଼ହିସ୍ଯା ବାଜାର, ମୁକ୍ତାଗାଛା ।

ପ୍ରସାଧନୀ, ଫେଶନାରୀ, ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ରାଉଜ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ପେଟିକୋଟ ବିକ୍ରେତା ।

ବି: ଶ୍ରୀ— ବିକ୍ରିତ ମାଳ ଫେବ୍ରେ୯ ଲଙ୍ଘା ହର ମା

**সন্তুষ্টতা:** পৃথিবী মুখে হতোনা আৰ। তো বেঁচেই যখন গেলো, বন্দ এক চিলেকোঠার সকল খিলুকী  
বন্ধ কৱে জ্বালাও তুয়ের আগুন। নিশ্চৰ্মা পাতায় চেকে দাও তাৰৎ ফাঁকফোকড়; এক বৰ্তি বাতাস যেম  
না চুক্তে। অমুতিকে জ্বৰ্ণচি কৱে ফেলে রাখো চৌম্বদিন, সে একজন নতুন মাছুষকে পৃথিবীক্ষে  
এনেছে, এই তাৰ শাস্তি ও বীহতি। কঁটা হাজো ডেটলেৱ বোতলে, এলিসেপ্টিক মুই সুই সুতোয়।

**কুহীন কুমে** ফিৰে মাব ঝাতে। হল ছাড়াৰ সাথে সাথে চাঁদনীকেও ছেড়ে যাচ্ছে সে। চাঁদনী  
কি কাৰো বউ হয়ে, কাৰো সাথে শুয়ে থেকে পুশ্চঃ ক্যাৰপাসে ফিৱৰে? না কিয়লেই বা কি!  
ভাসিটিকে পড়া ওদেৱ জন্য ফ্যাশনেৱ মতোই। হল লীভেৱ এই ষষ্ঠোগে শৱা যাৰে ব্যাংকক,  
সিঙ্গাপুৰ। নতুন কোন প্ৰাণি বোগ হৰে জীবনেৱ সাথে। টেক্সাস, বোস্টন কিবো সিডনীতে  
অপেক্ষা কৱছে অন্য কোন মেধাবী কুহীন, যাকে ওৱা বাবা চড়া দায়ে কিনে দেবেন। অথবা  
চাঁদনীৰ ঠোঁটে অন্তহীন ঠোঁটি রাখবে কোন ভাগ্যবান কয়লা অধিক। ঘূঘন গোলাপী স্তম্ভে চুমো  
দিয়ে চাঁদনীকে জাগিয়ে তুলবে সে, চাঁদনী কিছুই বলবেনা।

**আহা, বেচাৰা কুহীন!** চাঁদনীৰ গাৰ্হস্থ জীবন দেখা হলোনা তোমাৰ। শকি চুল খুলে দুয়ায়  
নাকি বেণী কৱে শুতে থাক, তাৰ তোমাৰ জানবাৰ নৱ। চাঁদনী ঘুৰিয়ে বাজে বকে, কিংবা বুক  
খুলে দুয়ায় কিছুই জানলেনা তুৰি।

**সুতি নষ্টাজিক** বুবি জাই হোকন্দাৰ্জন ধোৰা কাহায় পেৱে বসে কুহীনকে। শুৰু মাথাৰ  
অধ্যে দ্রুত লয়ে পেৱেক ঠুকে কেউ। চাঁদনী কি শ্ৰেণীভদে ভুলে ওহ স্বপ্নে শ্ৰেণীৰ কৱেনি?  
কলাভবনেৱ নিয়ম লিংড়িতে বসে নিকেল কৱা বিকেলে উড়ায়নি কাশবনে পায়ৱা? ভি.সি. হিলে  
বসে কুহীন কি দেখেনি স্পন্দিত সাদা বুক? জীবন তৃত্বে সুৰ্য ডোবাৰ ছবিটাই একমাত্ৰ সত্য হয়ে  
জাইল। তবে কেন চাঁদনী কুহীনকে দিক্ষে চাইলো সাত লাখ চুমু?

**চাঁদনী সময়** আছে হল জ্যাগেৱ। স্থারাঞ্জে গোটা দশেক গুলিব শব্দ ছাড়া দেমল কোন  
মিউজিক শুনা যাবনি আৰ। বাকী স্বাতটুকুও না দুঃখিয়েই কাটাৰে কুহীন। চাঁদনী বোধ হয় গভীৰ  
বুংশে এখন, শুধু বু পড়ে শুন আছে। স্নোৱে হালকা মেৰি আপে খুব স্বাভাৱিক ভাবে চলে যাৰে  
চুৱাড়াস্বার।

□ □

## সংক্ষিপ্ত কুখ্য টোৱেৱ

পক্ষ থেকে নব-বৰ্ষেৱ শুভেচ্ছা

গ্ৰোঃ—চন্দন কুমাৰ সাহা।

মহারাজা রোড, মুজুগাছা।

# ମୁକ୍ତାଗାହାର କଡ଼ଚା

## ଦେବାଶୀଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ

ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନ୍ଧଳ ମିଳେଇ ଏକଟି ଦେଶ । ସେ ଅନ୍ଧଳ ସମୁହେର ମିଲିତ ଜନ ସମ୍ପି ନିରେ ଗଡ଼େ ଓଠେ ଜାତି ମତ୍ତା । ସେ କାରନେଇ ଅନ୍ଧଳ ବିଶେଷେ ଇତିହାସ ସଂକ୍ଷତି, ଐତିହ୍ୟ ଦେଶେର ବୃଦ୍ଧତା ଇତିହାସ, ସଂକ୍ଷତି, ଐତିହ୍ୟରେ ଅଖି ।

ଏକଟି ଦେଶ ବା ଜାତି ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ତାର ଅବିମିଶ୍ର ଐତିହ୍ୟ ନିରେ ଗଡ଼େ ଉଠିଲେ ବା ବୈଚ ଥାକତେ ପାରେ ନା । ତାର ଜୀବନୋ ପାଇଁ, ଭାଷା-ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ-ସଂକ୍ଷତି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ବାହିରେ ପ୍ରଭାବ କରି ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏକଥା ଏକଟି ଦେଶେର କୋଣ ଅନ୍ଧଳ ବିଶେଷେ କ୍ଷେତ୍ରେ ସର୍ବାନ ସତ୍ୟ । ଆମାଦେଇ ମୁକ୍ତାଗାହା ବାହିରେ ଅଭାବ ଆସୁଥିବା କରେ ହୁମୀକ ବୈଶିଷ୍ଟ ନିଯେ ତେମନି ଭାବେଇ ଗଡ଼େ ଉଠେଛେ । ମୟମନସିଂ ଜେଳୀ ସଦରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାମ । ମୟମନସିଂ ଜେଳାର ଐତିହ୍ୟେର ଅନ୍ୟତମ ଧାରକ ଆମାଦେଇ ମୁକ୍ତାଗାହା ।

ଆଚିମ କାଳେ ବ୍ରାହ୍ମପୁର୍ବ ନଦେର ପଳି ଗଠିତ ପ୍ଲାବନ ସର୍ବଭୂମି ହିସେବେ ମୁକ୍ତାଗାହା ଉପଜେଳାର ସିଂହଭାଗ ଗଡ଼େ ଉଠେଛେ । ତବେ ମଧୁପୁର ବନାଞ୍ଚଲେର ଭୂମି ବିନ୍ୟାସ ଗଡ଼େ ଉଠେଛେ ଏ ପ୍ଲାବନ ସର୍ବଭୂମି ଗଡ଼େ ଓଠାଯା ଅନ୍ତେକ ଆଗେଇ ।

ଆଜକେଇ ମୁକ୍ତାଗାହା ଜନପଦ ଆଦି ପରେ ଛିଲ ବିଲ ବିଲ, ନଦୀର ଚର, ବନାଞ୍ଚଲ ବିଶେଷ । ନଦୀ ଓ ଖାଲ ବିଲେର ଭୀରବତୀ ବନ-ଜଙ୍ଗଳାକୀୟ ଏ ଅନ୍ଧଳ ଛିଲ ବିଭିନ୍ନ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟ ଜନ୍ମର ଅବାଧ ଚାରନ ଭୂମି ଏ ଅନ୍ଧଳେ ଆଦିପରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଛିଲ ନା । ତବୁଥ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈରୀତାର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରେଇ ଆଦିଶ ଶୈମବନ୍ଦ କୃଷିଓ ମୁଖ୍ୟ ଶିକାର ଓ କୁଦ୍ର ଗୃହ ଶିଳ୍ପ ଜୀବି ଗୋଟି ଓ ପରିଵାର କେନ୍ଦ୍ରୀକ ଜନ ସମାଜ ଏ ଅନ୍ଧଳେ ବିଲ ବିଲ ଓ ନଦୀ ତୀରବତୀ ଚରଓ ବନାଞ୍ଚଲେ କୁଦ୍ର କୁଦ୍ର ଗ୍ରାମେର ପତନ କରେ । ତବେ ଶୁଭିଦ୍ଧି ତଥ୍ୟ ଥରାନେଇ ଅଭାବେ ଏ ଅନ୍ଧଳେ ଜନ-ବସତିର ପ୍ରାରମ୍ଭକାଳ ଆମରା ନିରାପତ୍ତ କରାନେ ପାରିଛି ନା । ତବେ ବୃଦ୍ଧ ତ୍ରୈ ମୟମନସିଂ ଜେଳାଯ ଜନ-ବସତିର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟେ ଥୁଟ ପୂର୍ବ ଯୁଗେଇ ଏ ଅନ୍ଧଳେ ଜନ ବସତିର ସୂଚନା ହେବେ ସବେ ଥରେ ନେବେ ଯେତେ ପାରେ ।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାନ୍ଦରମ, ପୁଣ୍ୟବର୍ଧନ ସହ ପାଲ, ସେନ ପ୍ରଭୃତି ରାଜବଂଶ ଆଧିପତ୍ୟ ଦିନ୍ତାନ୍ତ କରେଛେନ ଏ ଅନ୍ଧଳେ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତକେ ମୁସଲିମ ରାଜଶକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଶ୍ଵାସ ହଲେ ଓ ହାନୀଯ ଦାମନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟ ଉନ୍ନତ ନା ହେଯାଇ ଏଥାବତ ବାନିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଭାରୀ ସେନା ଛାତନୀ ଗଡ଼େ ନା ଓଠାଯ କେନ୍ଦ୍ରୀଯ ଶାସନକେନ୍ଦ୍ର ଥେକେ ମୁକ୍ତର ହୁଗର୍ମ ଜଳା ଜଙ୍ଗଳାକୀୟ ବିରଲ ବସତ ଏ ଅନ୍ଧଳେ ଛାତନୋ ଛିଟାନୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାମଣଳୋ ମିଲିତ ହେବେ ଏକଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଭବ ଜନପଦ ହିସେବେ ଆଠେଇ ଶତକେର ଆଗେ ଗଡ଼େ ଉଠିଲେ ପାରେ ମି ।

୧୪ଶ ଶତକେ ଏ ଅନ୍ଧଳେ ମୁସଲିମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଶ୍ଵାସ ହଲେ ଓ ମୋଘଳ ଆମଲେଇ ଏ ଅନ୍ଧଳେ ଇସଲାମେର ବିଶ୍ଵାସ ଘଟେଇ । ମୋଘଳ ବାର୍ତ୍ତୁଇରା ଦ୍ୱାରେ ଏ ଅନ୍ଧଳେ ସାମରିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାନ୍ତ ଘାଟି ଧାନ ଆଲାପନସିଂ

নামে গড়ে উত্তলে মোগল সেনাবাহিনী সংঘটিত অনেক লোকসন ও ইসলাম প্রচারকগণ হায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন ও বিভিন্ন মুতন মুতন গ্রাম পতন করেন। ইসলাম প্রচারকগণের অন্যতম হযরত কুতুব শাহ ও হযরত জরেন শাহ এর মাজার রয়েছে কুতুবপুর ও রম্মলপুর গ্রামে।

মোগল বাহারভূইয়া সংঘর্ষে মোগল রাজশাহীর চুড়ান্ত হিজৈয়ে এ এলাকার সামরিক গুরুত্ব হাস পেলে মুতন বসতি হাপন বন্ধ হয়ে যায়। মুঘলদের আলা ইশার্বা ও মুসা খাঁর প্রত্যক্ষ শাসন কাল থেকে গুরু করে টিকরার মুহাম্মদ মেন্দি বা পুটিজ্যানার রায় ও লোকিয়ার চন্দ বংশীয়দের সময় পর্যন্ত এ অঞ্চলের পরম্পর বিছিন ছোট ছোট গ্রামগুলোর জন ভীরুন সুসংহত হতে পারে নি।

নবাব মুশিদুল্লো খাঁর সময়ে ১৭৫৩-২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে আচার্য চৌধুরী পরিবারের প্রথম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী রায় বংশীয় ভবানীদের রায় ও রামচন্দ্র রায় এবং চন্দ বংশীয়ে বিনোদবাম চন্দের কাছ থেকে পরগণা আরম্ভিং কুরু করে নবাব সরকার থেকে নিজ নামে বন্দোবস্ত নেন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটিয়ে কুচকু মীরজাফর বৃটিশদের চক্রান্ত ও সহযোগীভাবে বাংলার নবাবী পেয়ে বাংলার জরিদারদের চাপ দিয়ে বিপুল অর্থ আদায় করতে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীয় পুত্রু। বর্তমান বগুড়া জেলার বাঘর থেকে তাদের বাসস্থান মুতন জমিদারী রাজধানী মুশিদাবাদ থেকে দুইবার্ডী দুর্গ ত্রিল প্রস্তি আচার্যসিং প্রবর্গমার সম্মিলনে নেয়ায় মনস্ত করেন।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর প্রথম পুত্র রামবাম নৌকা শোগে প্রথমে শিবগঞ্জে আসেন। শোগা বাটুরী, ভাবকী গ্রামে বাসস্থান নির্মান করতে চেয়েও আয়মান মদীর তীরবর্তী কুন্দ বিনোদবাড়ী আয়ে বসস্থান নির্বাচন করেন। আয়মানে তীব্রে যে জায়গার রামরামের নৌকা ভিড়েছিলো তা আজো রাজবাট নামে পরিচিত।

বিনোদবাড়ী গ্রামে রামরামের নৌকা ভিড়লে গ্রামের অধিবাসীরা এলেন মুতন জমিদারদের নজরানা বা উপচোকন দিয়ে স্বাগত আনাতে। অধিবাসীদের একজন মুক্তারাম কর্মকার রামরামকে নজরানা দিলেন নিজের তৈরী পিতলের সূন্দর্য একটি গাছাঙ্গুলি দীপাধার। এই শিল্পিত গাছাটি পেয়ে রামবাম মুক্ত হয়ে মুক্তারামের মুক্তা ও গাছা শব্দ মিলিয়ে বিনোদবাড়ীর মুতন নামাকরন

## ‘এবঙ্গ’ এর সফলতা কামনা করি ‘মেসাম’ বর্ণালী ষ্টোর

ফেশনারী প্রসাধনী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সাইফেং ডংফেং ও  
অন্যান্য ইঞ্জিনের ঘন্টাংশ বিক্রেতা ও অর্ডার সাপ্লাইয়ার্স।  
য়েইল রোড, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

করলেন মুক্তাগাছা।

মায়রাম ও তার স্তিনভাই আয়মানের ডীরবত্তী একথণ ঘাটিয়ে মজ ভূখণে পরিষ্ঠা ও পুকুরে দিবী  
খৰন করে বিগ্রহ অতিষ্ঠা করে বাড়ী নির্মান করলেন।

সে সময় আচার্য চৌধুরী পরিবারের অন্তর্ম প্রধান জমিদারী আলগসিং ছিল একটি বড়  
পরগণা। এর সদর খাঁজনা ছিল অনেক বেশী। জমিদারদের বাসস্থান নির্মান ও জমিদারী  
পরিচালনা এবং বিবল বসতি এ পরগণার চাষাবাদ করে আয় বাড়ানোর জন্ম ত্বরিতৰ্তী বিভিন্ন অঞ্চল  
থেকে বিভিন্ন বিচিৰ শেণাৰ ও বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবি দৱিজ অধিবাসীৰ দল জমিদার পরিবারের  
আনন্দকূলে ও উৎসাহে এখানে মুক্তন মুক্তন বসতি গড়ন করে ও বিছিন্ন ছোট ছোট গ্রাম গুলো সংহত  
হয়ে একটি সমৃদ্ধ জনপদে রূপান্তৰিত হয়। তবে জনপদে কৃপান্তর ঘটেছে ধীয়ে ধীয়ে।

অধুন বনাঞ্চলে ও বর্তমান জামালপুর শহরের নিকটবর্তী সন্ন্যাসীগঞ্জে ঘাটি স্থাপন করে ককিল  
সন্ন্যাসী বিদ্রোহীৱা চারদিকে লুটপাট করতে থাকলে মুসত তাদের দশনের জন্ম ১৭৮৭ খ্রীণ্দে ময়মনসি  
জেলা স্থাপিত হওৱাৰ পৰ প্রতি পক্ষাৰ শাস্তি পুঁখলা বক্ষ ও জমিদারের নিকট থেকে বাজৰ আদায়ের  
জন্ম কাচারী স্থাপিত হয়। পুরবত্তীতে পুলিশ কাঢ়ি ও থানা স্থাপিত হলে বর্তমান মুক্তাগাছা জন  
পদেৱ সীমাবেধে নিৰ্দিষ্ট হয়।

আচার্য চৌধুরী পরিবারকে কেন্দ্ৰ কৰেই জনপদে মুক্তাগাছার বিকাশ। এ জনপদকে সমৃদ্ধিৰ  
পথে এগিৱে দিবেছেন এই পুরিশৰ একটি পৰ্যায় পৰ্যাপ্ত। বিবল বসতিৰ একটি অঞ্চল কৃষণ চাষা-  
বাদযোগ্য উৰ্বৰ জনপদে পৱিলত হৰেছে এ পুরিশৰ উৎসাহ সাহায্য ও সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ। বেংল  
সংগীত ও নাটক এবং লিঙ্গ চিকিৎসা ও সৰাজ কল্যাণকৰ বিভিন্ন প্রান্তিক গড়ে উঠেছে। এ  
পুরিশৰ সুৰেন্দ্ৰ নাথৰাম, অমৃত নাথৰাম, ব্ৰহ্মেন্দ্ৰ নাথৰাম, ফেশৰ চন্দ্ৰ, বিৰণ চন্দ্ৰ, রাজা জগৎকি-  
শোৱা, মহারাজা পূৰ্ণ জীতেৱ কিশোৱ মহারাজা শশীকান্ত, জীবেন্দ্ৰ কিশোৱ, হেমেন্দ্ৰ কিশোৱ  
কুকুদাস, সলীন কুমাৰ প্ৰসূত সমাজ সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিকে উজ্জল স্বাক্ষৰ ঝেঁখেছেন।

## “এবঙ্গ” কে শুভেচ্ছা জ্যোতি কথা টোৱ অভিজ্ঞাত কাপড়েৱ বিপুল সমাহার

মহারাজা রোড, মুক্তাগাছা।

সাহিত্যে ও শিল্পে বারা বিকল তাৰাই সমালোচক

১৮৭৫ সনে মুক্তাগাছা পৌরসভা স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এ-উপজেলার আয়তন ১২১ বর্গ-মাইল। হোট সোক সংখ্যা ১৪৬১.৩ জন। দশটি ইউনিয়ন পরিষদ ও একটি পৌর সভা একটি সরকারী বহাবিদ্যালয়; ২২টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি আলীবা মাদ্রাসা ও শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বয়েছে পৌর সাধারণ পাঠাগার, কৃষি খামার, বৈজ বর্ণন পাসার, বাস্ত্য প্রকল্প সহ বিভিন্ন সম্বন্ধীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

এ জম গদের সঙ্গীত অগতে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উচ্চাদ সঙ্গীত সাধক।

তাদের সংস্পর্শে ও জমিদার পরিবারের অংশ প্রায়ে এখনকার সঙ্গীত জগৎ হয়েছে সমৃদ্ধ। কুমোর ঝীভেল্ল কিশোর ও তার মুখোঝ ছাত্র বিদ্যু ড্রাচার্য এখনকার সঙ্গীত জগৎকে উজ্জ্বল তারকা। তাদের সাঙ্গীতিক ধারা কিছু অধিক হলেও টিকেয়ে রেখেছেন গ্রাম উচ্চাদ নিভাই চন্দ্ৰ কুমু উচ্চাদ সুনীল কুমার ধা, অলীম। কুমু কুমু কুমু ধৰ, বজৱং আগৱণ্যালা, আলমা চক্ৰতী, দুহেল ও আরো। অনেকেই।

নাট্য জগতের অগ্রগতি এ জন পদে বিস্ময়কর। শতাধিক বৎসর আগে থেকেই এখানে নাট্যচর্চা হয়েছে। আচার্য চোধুরী পরিবারের আভীয় রমেশ সান্যাল প্রথমদিকে নাটক পরিচালনা করতেন ও অধ্যনত বড়হিস্যার নাটকলিঙ্গে নাটক মঞ্চ হত। পরে আটানী বাড়ীতে স্থায়ী নাট্যছাল ও পরে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রথম ঘূর্ণায়মান ইঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন, বাজা জগৎ কিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ভূপেল্ল কিশোরও নিজ নামে নামাংকিত করেন ভূপেল্ল ইঙ্গমঞ্চ। এ নাট্যবৃক্ষে অনেক অর্থ্যাত্ম নাট্য মোদী অভিনয় করেছেন। এ পরিবারের ভূপেল্ল কিশোর, ঝীভেল্ল কিশোর, শিশি কিশোর, এ পশ্চিমাবৰে আভীয় কালীপুরের ধৰ্মীকাণ্ঠ অমুখ ব্যক্তিবর্গ সহ শৈলেশ রক্ষিত, দীন কুমু, সুকুমার সাহা, মেঙ্গিমী সাহা, ডায়ক কুমু প্রমুখ। জমিদার পরিবারের পরে তালেব আলী, মনোজন দে অভিজ্ঞ ড্রাচার্য, কাজল সান্যাল, আভীয় হোমেন, গোপেশ সান্যাশ, আবদুল হাই আকল আলামদুন আল আজাদ, শির্ষ গ্রামিত সহ আরো অনেকেই নাট্য চর্চাকে কোন ভাবে বাচিয়ে রেখেছেন এখনও।

অম্পদ মুক্তাগাছা এস্টেমের ঐতিহাসিক রূপে করছে মুক্তাগাছা পৌর সাধারণ পাঠাগার। এক সময় আচার্য চোধুরী পরিবারের প্রতি হিস্যাবই নিষ্পত্তি বই ও পুথিগতের সংগ্রহ ছিল। ঝীভেল্ল কিশোর লাইব্রেরী, অধ্যালীও ছোট হিস্যা লাইব্রেরী ছিল এন্ডলোর তথনবার অবিভক্ত বাংলার অন্যতম সমৃদ্ধ সংগ্রহ ঝীভেল্ল কিশোরের অস্মুমোতি করে এ সংগ্রহ বাংলা উন্নয়ন বোর্ড নিয়ে নের ও বর্তমানে এ সংগ্রহ বাংলা একাডেমীতে মুক্তাগাছা সংগ্রহ নামে রেকুিত আছে।

জমিদারী উচ্চদের পর আচার্য চোধুরী পরিবারের তৎকালীন অধ্যাল ব্যক্তিত্ব ঝীভেল্ল কিশোর সহ

## ঝীভেল্ল হচ্ছে মৃতুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী

— এস, টি, কোসমীজ

প্রায় সবাই তারতে চলে গেছেও একমাত্র বকুল আচার্য চৌধুরী মুক্তাগাছার বসন্ত করতে থাকলেও অবিদ্যারী উচ্ছেদের পর পরিবারের প্রধান অংশ চলে বাড়িয়ার সময় থেকেই মুক্তাগাছার অর্থ সামাজিক জগতে এ পরিবারের প্রাধার্য হৃষি পেতে থাকে । ১৯৭১ এর মুক্তিযুক্তের সময় বকুল বাবু দেহান্তী অসম বাহাহুর সহ বকুল বাবু পাক বাহিনীর হাতে নিহত হলে এ পরিবারের প্রাধান্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটে ।

রামরামের সময়ের রাজধানী মুশিদাবাদ থেকে দুর্বত্তী ছর্গম ঝলা উঙ্গলাকীর্ণ, বিরল বসতি আলাপসিং পরগণাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না আজকের রাজধানী ঢাকা থেকে সড়ক পথে মাত্র তিন ঘটার দুরহের অন পদে মুক্তাগাছার অবস্থার মাঝে সেদিনের বিরল বসত ঝলা উঙ্গল কালের আবর্তে পরিণত রয়েছে সম্মত জনপদে ।

জেলা সদর অয়মনসিং থেকে মাত্র বোল কিলোমিটার দুরবর্তী মুক্তাগাছার রয়েছে দর্শনীয় জৰিদার বাড়ী, নাট্যমণ্ড, দীর্ঘ, মন্দির সহ অনেক কিছু । অয়মনসিং শহরের আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল, শশীলজ, শিল্পাচার্য জয়রূপ আবেদীন সংগ্রহশালা, কৃষিবিষ্঵বিদ্যালয় ও মরমনসিং থেকে করেক কিলোমিটার দুরবর্তী গৌরীপুরে রয়েছে দর্শনীয় জৰিদার বাড়ী । এভিমটি দর্শনীয় স্থানের সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারতো । সুন্দের টুকিষ্ট স্পটে, কিন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের । টুরিষ্ট স্পট না হয়ে জৰিদার বাড়ী সহ অনেক কিছু দর্শনীয় ভিন্নিষ পত্র জায়গা লোপাট হয়ে বাড়িয়ার পথে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর গুলোর নীতিবত্তায় । তবে আশা র শেষ বেই মাঝের ঘনে । নৃল প্রতিবন্ধকতা কাটিবে জনপদ মুক্তাগাছা সম্মতি ও বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে বলেই আমাদের কামনা, আকাংখা ।

আমি সেখক নই । কাজেই একটি জনপদের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র সহজ সুরল ভাবে আবি পারিনি তুলে ধরতে আপনাদের সামনে । অনেকদিক, ঘটনা, উল্লেখযোগ্য কৃতি ব্যক্তিদের নাম বাদ পড়েছে আশারই অন্মতায় । কোনদিন সময় সুযোগ্য সন্তাননা এলে সে সব বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো । আজ আপনাদের আর ধৈর্যাচ্যুতি ঘটাত চাই না ।

— — —

## মুক্তাগাছা ড্রাগ হাউজ

যাবতীয় খুচরা ও পাইকারী এলোপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা

মহারাজা রোড, মুক্তাগাছা ।



# উষা পরিবার ( নিরক্ষণকৃত )

ইউনিভাসিটি ট্রাইডেণ্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ( উষা )

০ মাহবুব ইশ্বীদ	( রাঃ বি )	০ বিশ্বজিৎ কুমার সাহা	( জাঃ বি )
০ এবলাচূর রহমান জুয়েল	( ঢাঃ বি )	০ উত্তম কুমার সাহা	( ঢঃ বি )
০ খোরশেন আলম ফারুক	( ঢাঃ বি )	০ কাজী আব্দুল্লাহ আল	
০ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী	( ঢাঃ বি )	মামুহুল ইসলাম কুবেল	( রাঃ বি )
০ সাইফুল আলম কুবেল	( শি: আই: টি )	০ সাইফুল আহমেদ	( বেডিক্যালে )
০ মাহবুবুল আলম কুবহাদ	( রাঃ বি )	০ আনিছুর রহমান	( জাঃ বি )
০ মামুহুল ইশ্বিদ পলাশ	( ঢাঃ বি )	০ মাহফুজা শিরীন	( ঢাঃ বি )
০ আজহারুল হক তপন	( বাঃ কৃঃ বি )	০ শিখারানী সাহা	( ঢাঃ বি )
০ শিশির কুমার পাল	( রাঃ বি )	০ শুভাস চন্দ্র দাস	( ঢাঃ বি )
০ শাহ আলম সিদ্ধিকী আমিক	( জাঃ বি )	০ বিলাল হোসেন	( বুরেট )
০ শাহবুর রহমান	( রাঃ বি )	০ শায়লা নাসরীন লৌলা	( জাঃ বি )
০ আব্রাহাম সোবাহান হীরা	( ঢাঃ বি )	০ নিলকুর ইয়াসমিন	( বাঃ কৃঃ বি )
০ আজহারুল হক বুলবুল	( রাঃ বি )	০ সৌমা রাণী কুও	( বাঃ কৃঃ বি )
০ আহমদ খাতুন শপো	( বাঃ কৃঃ বি )	০ পরিমল চন্দ্র দাস	( ঢাঃ বি )
০ তাপন কুমার সাহা	( ঢাঃ বি )	০ অধিল চন্দ্র দাস	( ঢাঃ বি )
০ অনোজ সোহেল দাস	( বুরেট )	০ পারভেজ সাজ্জাদ	( রাঃ বি )
০ মেরশেদ বেলাল	( জাঃ বি )	০ তাপস কুমার সেন	( রাঃ বি )
০ পবিত্র কুমার দাস	( বাঃ কৃঃ বি )	০ শ্রো: হিমায়তুল্লাহ	( বাঃ কৃঃ বি )
০ বিহ্যাত কুমার দে	( রাঃ বি )	০ শুভন কুমারদে	( বাঃ কৃঃ বি )
০ জিরাউল ইসলাম (আজাদ)	( ঢঃ বি )	০ শাহজাহান সিরাজ	( জাঃ বি )
০ সাধন চন্দ্র দে	( বি: আই: টি )	০ তাহিমা খানক	( ঢাঃ বি )
০ অলক কুমার সাহা	( রাঃ বি )	০ মুক্তল ইসলাম	( বাঃ কৃঃ বি )

সাহিত্য চিন্তাই আচ্চার চিন্তাবৰ্তন

কারণাইল

- বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক  
হাত্ত/ছান্নি ডিগ্রি হতে সাহায্য করা
- নিজেদের মধ্যে পারম্পারিক  
যোগাযোগ বা সমন্বয় সাধন।
- দরিদ্র অঞ্চল মেধাবী হাত্ত দের  
মধ্যে স্বত্তি প্রদান করা।
- সংগঠনের সদস্য/সদস্যাদের  
সূচনশীল প্রতিভা বিকাশের  
পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বার্ষিকী  
প্রকাশ করা।

“এবঙ্গ” এর প্রথম বাষিকী প্রকাশনা সফল হোক।

## ০ মেসাস' ইসলাম সল্ট ইণ্ডাস্ট্রীজ

উন্নত মানের লবন প্রস্তুত কারক লবন ব্যবসায়ী  
ও সাধারণ ব্যবসায়ী

## ০ ইসলাম শীল এন্ড ওয়াকস'

আধুনিক সকল প্রকার স্টিল কাঁচের আসবাব পত্র প্রস্তুত  
কারী ও সরবরাহকারী

## ০ ইসলাম ট্রেড এণ্টারপ্রাইজ

ইনডেণ্টের আমদানী ও রপ্তানী কারক, সাধারণ ব্যবসায়ী

## ০ ইসলাম জুটি ট্রেডিং

গাঁট ব্যবসায়ী, আমদানী কারক ও রপ্তানী কারক

## ০ মেসাস' ওয়াইচস এণ্টারপ্রাইজ লিঃ ( আইচ কোণ ফৌরেজ )

ক্ষয়কৃতী  
কাণ্টাইল  
কোম্পানি, ঢাকা।

অফিস  
৭৫ দিলক্ষ্মী বা / এ, মেজ ভল।  
ফোন : ২৪৩৬৫৩, ২৮০১০১, ঢাকা।

“এবঙ্গ”

“উষা”<sup>১</sup> প্রথম প্রকাশনা

১লা বৈশাখ, ১৩৯৯

১৪ই এপ্রিল : ১৯২

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রকাশনা সংস্থা প্রেস

“এবঙ্গ” এর প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই

আরাম দায়ক প্রকাশনা

অনাবিল পরিবেশ

তিস্তা সাতিষ্ঠি

( বিরতিহীন )

ঢাকা—মুক্তাগাছা ।

মুক্তাগাছা ইটনিভাসিটি ফুডেণ্টস ওয়েলফেরার এসোসিয়েশন

( উষা ) এর পক্ষে আবদুস সোবহান ( হীরা ) কর্তৃক প্রকাশিত  
এবং মুক্তা প্রেস, মুক্তাগাছা ( ময়মনসিংহ ) থেকে মুদ্রিত ।